

মহীহ আল বুখারী

১ম খণ্ড

صحيح البخاری

مجلد رقم ۱

كِتَابُ الصَّلَاةِ (নামাযের বর্ণনা)

১. অনুচ্ছেদ : শবে মে'রাজে কিতাবে নামায করব হলো। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আবু সুফিয়ান ইবনে হারব হাদীসে হেরাকলে উল্লেখ করেছেন যে, নবী স. আমাদেরকে নামায, সদকা ও পরহেযগারীর নির্দেশ দিয়েছেন।

২৩৬- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ أَبُو ذَرٍّ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فُرَجَ عَنْ سَقْفِ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ فَفَرَجَ صَدْرِي ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءٍ زَمْزَمٍ ثُمَّ جَاءَ بِطُسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَأَيْمَانًا فَأَفْرَغَهُ فِي صَدْرِي ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ بَنِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَلَمَّا جِئْتُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ افْتَحْ قَالَ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا جِبْرِيلُ قَالَ هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ قَالَ نَعَمْ مَعِيَ مُحَمَّدٌ ﷺ فَقَالَ أُرْسِلْ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا فَتِحَ عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَإِذَا رَجُلٌ قَاعِدٌ عَلَى يَمِينِهِ أَسْوَدَةٌ وَعَلَى يَسَارِهِ أَسْوَدَةٌ إِذَا نَظَرَ قَبْلَ يَمِينِهِ ضَحِكٌ وَإِذَا نَظَرَ قَبْلَ يَسَارِهِ بَكَى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَبْنِ الصَّالِحِ، قُلْتُ لِجِبْرِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا آدَمُ وَهَذِهِ الْأَسْوَدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ فَأَهْلُ الْيَمِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَالْأَسْوَدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِينِهِ ضَحِكٌ وَإِذَا نَظَرَ قَبْلَ شِمَالِهِ بَكَى حَتَّى عَرَجَ بَنِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَقَالَ لِخَازِنِهَا افْتَحْ فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُ فَفَتِحَ، قَالَ أَنَسٌ فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمَوَاتِ آدَمَ وَادْرِيْسَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَإِبْرَاهِيمَ، وَلَمْ يُلَبِّتْ كَيْفَ مَنَازِلَهُمْ غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ آدَمَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا مَرُّ جِبْرِيلَ بِالنَّبِيِّ ﷺ بِادْرِيْسَ قَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْآخِ الصَّالِحِ، فَقُلْتُ مَنْ هَذَا، قَالَ هَذَا إِدْرِيْسُ، ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوسَى، فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْآخِ الصَّالِحِ، قُلْتُ مَنْ هَذَا، قَالَ هَذَا مُوسَى، ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيسَى، فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْآخِ الصَّالِحِ

الصَّالِحِ ، قُلْتُ مَنْ هَذَا ، قَالَ هَذَا عِيسَى ، ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ مَرْحَبًا
بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَبْنِ الصَّالِحِ ، قُلْتُ مَنْ هَذَا ، قَالَ هَذَا إِبْرَاهِيمَ قَالَ ابْنُ
شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي ابْنُ حَزْمٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا حَبَّةَ الْأَنْصَارِيَّ كَانَا يَقُولَانِ قَالَ
النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ عَرَجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيْفَ الْأَقْلَامِ ، قَالَ ابْنُ
حَزْمٍ وَأَنْسَ بْنُ مَالِكٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ
صَلَاةً فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى ، فَقَالَ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَكَ عَلَى
أُمَّتِكَ ، قُلْتُ فَرَضَ خَمْسِينَ صَلَاةً قَالَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَطِيقُ ذَلِكَ
فَرَأَجَعَنِي فَوَضَعَ شَطْرَهَا ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى ، قُلْتُ وَضَعَ شَطْرَهَا فَقَالَ رَاجِعْ
رَبَّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَطِيقُ ذَلِكَ فَرَأَجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ ارْجِعْ
إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَطِيقُ ذَلِكَ فَرَأَجَعْتُهُ ، فَقَالَ هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ ، لَا
يُبْدِلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى ، فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ ، فَقُلْتُ اسْتَخِيْتُ مَنْ
رَبِّي ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِي حَتَّى انْتَهَى بِي إِلَى السُّدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَغَشِيَهَا الْوَانُ
لَا أُدْرِي مَا هِيَ ، ثُمَّ ادْخَلْتُ الْجَنَّةَ فَأَذَا فِيهَا حَبَابِلُ اللَّوْلُوءِ ، وَإِذَا تُرَابُهَا
الْمِسْكُ .

৩৩৬. আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, আবু যর রা. বর্ণনা করতেন, রসূলুল্লাহ স.
বলেছেন, মক্কায় থাকাকালীন এক রাতে আমার ঘরের ছাদ বিদীর্ণ করা হলো এবং জিবরাঈল
আ. অবতরণ করে আমার বক্ষ বিদীর্ণ করলেন। তারপর তা যমযমের পানি দিয়ে ধোত
করলেন। অতপর জ্ঞান ও ঈমানে পরিপূর্ণ একটি স্বর্ণ পাত্র এনে আমার বক্ষে ঢেলে দিলেন।
তারপর তা বন্ধ করলেন। তারপর তিনি আমার হাত ধরে আকাশের দিকে নিয়ে গেলেন।
যখন আমি নিকটবর্তী আকাশে উপনীত হলাম, তখন জিবরাঈল আকাশের দ্বাররক্ষীকে
বললেন, দরখা খোল। সে বললো, কে? জিবরাঈল বললেন, আমি। সে বললো, আপনার
সাথে কেউ আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমার সাথে মুহাম্মাদ স.। সে পুনরায় বললো,
তাকে কি ডাকা হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারপর আমরা নিকটবর্তী আকাশে আরোহণ
করে দেখি, সেখানে একজন লোক বসে আছে এবং তার ডান ও বাম পাশে অনেকগুলো
লোক। সে ডান দিকে তাকালে হাসে এবং বাম দিকে তাকালে কাঁদে। সে বললো, খোশ
আমদেদ, হে পুণ্যবান নবী! হে পুণ্যবান সন্তান! আমি জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করলাম,
ইনি কে? তিনি জবাব দিলেন, আদম আ.। ডানে ও বামে এগুলো তাঁর সন্তানের আত্মা। ডান
দিকেরগুলো জান্নাতী এবং বাম দিকেরগুলো জাহান্নামী। এজন্য তিনি যখন ডান দিকে
তাকান হাসেন এবং যখন বাম দিকে তাকান কাঁদেন। তারপর তিনি আমাকে নিয়ে দ্বিতীয়

আকাশে আরোহণ করলেন এবং দ্বাররক্ষীকে বললেন, দরজা খোল। সে তাকে প্রথম দ্বাররক্ষীর ন্যায় জিজ্ঞেস করলো। তারপর দরজা খুলল।

মতান্তরে আনাস রা. বলেন, তিনি (আবু যর) বলেছেন, নবী স. আকাশসমূহে আদম, ইদরীস, মুসা, ঈসা ও ইবরাহীমের সাথে সাক্ষাত করেছিলেন। কিন্তু তিনি (আবু যর) তাঁদের নির্দিষ্ট অবস্থানের কথা বলেননি। শুধু এতটুকু বর্ণনা করেছেন, নবী স. আদমকে নিকটবর্তী আকাশে ও ইবরাহীমকে ষষ্ঠ আকাশে দেখেছিলেন। আনাস বলেন, জিবরাঈল আ. নবী স.-কে নিয়ে ইদরীসের নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন, খোশ আমদেদ, হে পুণ্যবান নবী! হে পুণ্যবান ভ্রাতা! আমি বললাম, ইনি কে? তিনি জানালেন, ইদরীস আ.। তারপর মুসা আ.-এর নিকট গেলাম। তিনি বললেন, খোশ আমদেদ, হে পুণ্যবান নবী! হে পুণ্যবান ভ্রাতা! আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? তিনি জানালেন, ইনি মুসা আ.। তারপর ঈসা আ.-এর নিকট গেলাম। তিনি বললেন, খোশ আমদেদ, হে পুণ্যবান নবী! হে পুণ্যবান ভ্রাতা! আমি বললাম, ইনি কে? তিনি উত্তর দিলেন, ঈসা আ.। তারপর ইবরাহীমের নিকট গেলাম। তিনি বললেন, খোশ আমদেদ, হে পুণ্যবান নবী! হে পুণ্যবান সন্তান! আমি প্রশ্ন করলাম, ইনি কে? তিনি বললেন, ইবরাহীম আ.। মতান্তরে ইবনে আব্বাস ও আবু হাব্বা আনসারী বলতেন, নবী স. বলেছেন, তারপর আমাকে উর্ধে আরোহণ করানো হলো এবং আমি এমন এক সমতল ভূমিতে পৌঁছলাম যেখানে কলমের ঘচ ঘচ শব্দ শোনা যেতে লাগল। মতান্তরে আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, নবী স. বলেছেন, মহামহিম আল্লাহ আপনার উম্মতের ওপর পঞ্চাশ ওয়াস্ত নামায ফরয করেছেন। ফেরার সময় আমি মুসা আ.-এর নিকট পৌঁছলে, তিনি বলেন, আপনার উম্মতের ওপর আল্লাহ কি ফরয করেছেন? আমি জানালাম, পঞ্চাশ ওয়াস্ত নামায। তিনি বললেন, আপনার রবের নিকট ফিরে যান। কেননা আপনার উম্মত এত নামায আদায় করতে সক্ষম হবে না। আমি ফিরে গেলাম। আল্লাহ কিছু অংশ কম করে দিলেন। তারপর আবার মুসা আ.-এর নিকট ফিরে এসে বললাম, কিছু কম করে দিয়েছেন। তিনি পুনরায় বললেন, আবার যান। কেননা আপনার উম্মত তা আদায় করতে পারবে না। আমি আবার ফিরে গেলাম। আল্লাহ আবার কিছু মাকু করে দিলেন। আমি আবার তার নিকট ফিরে আসলে তিনি বললেন, আবার যান। কেননা আপনার উম্মত এও আদায় করতে সক্ষম হবে না। আমি আবার গেলাম। আল্লাহ বললেন, পাঁচ ওয়াস্ত, এটিই (আসলে সওয়াবের দিক থেকে) পঞ্চাশ (ওয়াস্তের সমান!) আমার কথার পরিবর্তন হয় না। আমি আবার মুসার নিকট আসলে তিনি আবার বললেন, আবার ফিরে যান। আমি বললাম, আমার যেতে লজ্জা করছে। তারপর আমাকে “সিদরাতুল মুনতাহা”^১ নিয়ে যাওয়া হলো। তা রঙে ঢাকা ছিল। আমি জ্ঞানি না তা কি? অবশেষে আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হলো। আমি দেখি সেখানে মুক্তার হার এবং সেখানকার মাটি কস্তুরী।

২৩৭. عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَأَقْرَبْتُ صَلَاةَ السَّفَرِ وَزَيْدٌ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ.

১. আকাশের যে শেষ সীমায় পর্যন্ত ফেরেশতাদের যাওয়ার অধিকার রয়েছে এবং যেখানে একটি কুল গাছ আছে তাকে “সিদরাতুল মুনতাহা” (শেষ সীমার কুল গাছ) বলা হয়।

৩৩৭. উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্বাহ তাআলা আবাসে ও প্রবাসে নামায দু'রাকআত করে ফরয করেছিলেন। পরে প্রবাসের নামায ঠিক রাখা হলো এবং আবাসের নামায বৃদ্ধি করা হলো।

২. অনুচ্ছেদ : কাপড় পরে নামায পড়া ফরয। কেননা আব্বাহ তাআলা বলেছেন :
 حُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ “তোমরা প্রতিজায় নামাযের সময় সৌন্দর্য লাভ (অর্থাৎ পোশাক পরিধান ও সাজসজ্জা) কর।” আর একটি মাত্র কাপড় পরে নামায পড়া জায়েয। সালামা ইবনে আকওয়া থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, তোমার তহবন্দটি কাঁটা দিয়ে হলেও সেলাই করে নিও। এ হাদীসটির সনদে আপত্তি আছে। যে কাপড় পরে জ্বী-সহবাস করা হয়েছে, তা পরে নামায পড়া জায়েয, যদি তাতে নাপাকি না দেখা যায়। নবী স. উল্লেখ ব্যক্তিকে কা'বা গৃহ প্রদক্ষিণ করতে নিষেধ করেছেন।

২২৮. عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ قَالَتْ أَمَرَنَا أَنْ نُخْرِجَ الْحَيْضَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ وَنَوَاتِ الْخُفُورِ فَيَشْهَدُنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ وَتَعْتَزِلُ الْحَيْضُ عَنْ مُصَلَّاهُمْ قَالَتْ امْرَأَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ لِثَلْبِيسِهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا .

৩৩৮. উম্মে আতিয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমাদের ঈদের দিন আদেশ দেয়া হতো যে, আমরা যেন ঋতুমতী নারী ও পর্দানশীন মহিলাদেরকে বাইরে নিয়ে আসি, যাতে তারা মুসলমানদের মজলিস ও দোয়ায় শরীক হতে পারে। কিন্তু ঋতুমতী নারীরা নামায হতে দূরে থাকতো। একজন জ্বীলোক জিজ্ঞেস করলো, হে আব্বাহর রসূল! আমাদের মধ্যে যার ওড়না নেই সে কি করবে? তিনি জবাবে বললেন, তার সাথীর উচিত তাকে ওড়না ধার দেয়া।

৩. অনুচ্ছেদ : নামাযে পিঠের ওপর তহবন্দ পরার বর্ণনা। আবু হাযেম সাহল থেকে বর্ণনা করেছেন, সাহাবীগণ নবী স.-এর সাথে কাঁখে কাপড় বেঁধে নামায পড়েছিলেন।

২২৭. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ صَلَّى جَابِرٌ فِي إِزَارٍ قَدْ عَقَدَهُ مِنْ قَبْلِ قَفَاهُ وَثِيَابُهُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى الْمَشْجَبِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ تُصَلِّي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ فَقَالَ إِنَّمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ لِإِرَانِي أَحْمَقُ مِنْكَ وَإِنَّا كَانَتْ لَهُ ثَوْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ .

৩৩৯. মুহাম্মাদ ইবনে মুনকাদের রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জাবির নিজের পিঠে তহবন্দ বেঁধে নামায পড়েন। অথচ গিটের ওপর তাঁর কাপড় উঠেছিল। জনৈক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি একই তহবন্দে নামায পড়লেন? তিনি বললেন, আমি এরূপ এজন্য করলাম, যাতে তোমার মত বেকুব জানতে পারে যে, রসূলুল্লাহ স.-এর যুগে আমাদের কারোর দুটো কাপড় ছিলো না।

২৪০. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُكَدِّرِ قَالَ رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ .

৩৪০. মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদের রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবিরকে একটি মাত্র কাপড় পরে নামায পড়তে দেখেছি। তিনি (আরো) বলেছেন, আমি নবী স.-কে এক কাপড়ে নামায পড়তে দেখেছি।

৪. অনুচ্ছেদ : কেবলমাত্র কাপড় জড়িয়ে (مُلْتَحِفًا) নামায পড়ার বর্ণনা। যুহরী বলেন, “মুলতাহিফ (مُلْتَحِفٌ) এর অর্থ এমন ব্যক্তি যে তার চাদরের দু প্রান্ত ভাগ বগলের নীচে দিয়ে কাঁধের ওপর ফেলে রাখে। আর একেই বলে, “إِشْتِمَالُ آتِلَا مَانَكَبَاইহে” (وَهُوَ الْإِشْتِمَالُ عَلَى مَنْكَبَيْهِ) উম্মে হানী বলেন, নবী স. একটি কাপড়ে “ইলতেহাক” (الْتِحَافُ) করেছিলেন। অর্থাৎ তাঁর চাদরের দু প্রান্ত ভাগ বগলের নীচ দিয়ে কাঁধের দুদিকে রেখেছিলেন।

২৪১. عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ .

৩৪১. উমর ইবনে আবু সালামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. একই কাপড়ে নামায সমাধা করেছিলেন যার দু প্রান্তভাগ বগলের নীচ দিয়ে দু কাঁধের ওপর রেখেছিলেন।

২৪২. عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَدْ أَلْقَى طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ .

৩৪২. উমর ইবনে আবু সালামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি দেখলেন, নবী স. উম্মে সালামার ঘরে একটি মাত্র কাপড় পরা অবস্থায় নামায পড়ছেন। সে কাপড়টির দু প্রান্ত ভাগ বগলের নীচে দিয়ে দু কাঁধের ওপর ফেলে রাখা হয়েছিল।

২৪৩. عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ .

৩৪৩. উমর ইবনে আবু সালামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে উম্মে সালামার ঘরে একটি কাপড়ের দু প্রান্ত ভাগ বগলের নীচ দিয়ে দু কাঁধের ওপর রেখে নামায পড়তে দেখেছি।

২৪৪. أُمُّ هَانِئُ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ قَالَتْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقُلْتُ أَنَا أُمُّ هَانِئُ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ

فَصَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّی أَنَّهُ قَاتِلُ رَجُلٍ قَدْ أَجَرْتَهُ فَلَانَ بْنِ هُبَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتَ يَا أُمَّ هَانِئٍ قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ وَذَلِكَ ضُحَى .

৩৪৪. উম্মে হানী বিনতে আবু তালেব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কা বিজয়ের বছর রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট গেলাম। আমি তাঁকে গোসল করা অবস্থায় দেখতে পেলাম। তাঁর কন্যা ফাতেমা তাঁকে পর্দা করে রেখেছিল। তিনি বলেন, আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, কে? আমি সাড়া দিলাম, উম্মে হানী বিনতে আবু তালেব। তিনি বললেন, খোশ আমদেদ, হে উম্মে হানী! তিনি গোসল শেষ করে দাঁড়িয়ে একটি কাপড়ের দু কোণ দু বগলের নীচ দিয়ে এনে অন্য কাঁধের ওপর রেখে আট রাকাআত নামায পড়লেন। তাঁর নামায শেষ হলে আমি তাঁকে বললাম, হে আব্দুল্লাহর রসূল! আমার ভাই (আলী) বলছে, সে একটি মানুষকে হত্যা করতে চায় যাকে আমি আশ্রয় দিয়েছি। সে লোকটি হলো হোবাইরার অমুক ছেলেটি। তিনি বললেন, হে উম্মে হানী, তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছ, (মনে কর) আমি তাকে আশ্রয় দিয়েছি। উম্মে হানী বলেন, এ নামাযটি ছিল চাশতের নামায।

৩৪৫. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْلِكُلَّكُمْ ثَوْبَانِ .

৩৪৫. আবু হুরাইরা রা. বলেন, একজন প্রশ্নকারী রসূলুল্লাহ স.-কে এক কাপড়ে নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি জবাবে বললেন, তোমাদের প্রত্যেকের কাছে কি দুটি করে কাপড় আছে? (অর্থাৎ এক কাপড়ে নামায পড়া জায়েয।)

৫. অনুচ্ছেদ ৪ : যখন একটি মাত্র কাপড় পরে নামায আদান করবে, তখন যেন সে তার কিছু অংশ দু কাঁধের ওপর কেলে রাখে।

৩৪৬. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ شَيْءٌ .

৩৪৬. আবু হুরাইরা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন এক কাপড়ে এমনভাবে নামায না পড়ে যার কিছু অংশ তার কাঁধের ওপর থাকে না।

৩৪৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ .

৩৪৭. আবু হুরাইরা রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি একটি মাত্র কাপড় পরে নামায পড়বে, সে যেন সেই কাপড়টির দু কোণ দু বগলের নীচ দিয়ে এনে অন্য দিকের কাঁধের ওপর রাখে।

৬. অনুচ্ছেদ : কাপড় সংকীর্ণ হলে কি করবে ?

৩৪৮. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَجِئْتُ لَيْلَةً لِبَعْضِ أَمْرِي فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي وَعَلَى ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَاشْتَمَلْتُ بِهِ وَصَلَّيْتُ إِلَى جَانِبِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ مَا السُّرَى يَا جَابِرُ فَأَخْبَرْتُهُ بِحَاجَتِي فَلَمَّا فَرَعْتُ قَالَ مَا هَذَا الْإِشْتِمَالُ الَّذِي رَأَيْتُ قُلْتُ كَانَ ثَوْبٌ يَعْزِي ضَاقَ قَالَ فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ.

৩৪৮. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তাকে এক কাপড়ে নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, আমি নবী স.-এর সাথে এক সফরে গিয়েছিলাম। এক রাতে আমি নিজের কোনো কাজে তাঁর কাছে গেলাম এবং তাঁকে নামায পড়া অবস্থায় দেখলাম। আমার কাছে একটা কাপড় ছিল। আমি তা দিয়ে “ইশতিমাল” (اشتمال) করলাম এবং তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে নামায পড়লাম। তিনি নামায শেষ করে বললেন, জাবির ! রাতে কেন এসেছ ? আমি তাঁকে নিজের প্রয়োজনের কথা বললাম। আমার কাজ শেষ হলে তিনি বললেন, এটা আমি কিরূপ “ইশতিমাল” (اشتمال) দেখলাম। আমি বললাম, একটা কাপড় ছিল। তিনি বললেন, কাপড় যদি প্রশস্ত হয়, তাহলে “ইলতিহাফ” (التحاف) করবে^২ এবং কাপড় ছোট হলে তহবন্দ বানাবে।

৩৪৯. عَنْ سَهْلِ قَالَ كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَاقِدِي أَرْزَمِهِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ كَهَيْئَةِ الصَّبِيَّانِ وَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ لَا تَرْفَعْنَ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرَّجَالُ جُلُوسًا.

৩৪৯. সাহল রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা (অভাববশতঃ) ছেলেদের মত তাদের কাঁধে কাপড় বেঁধে নবী স.-এর সাথে নামায পড়তো এবং মেয়েদেরকে বলা হতো, পুরুষরা সোজা হয়ে না বসা পর্যন্ত তোমরা সিজদাহ হতে মাথা তুলবে না।

৭. অনুচ্ছেদ : শামী জুন্না পরে নামায পড়া। হাসান বসরী র. বলেন, মজুসীর (অগ্নি পূজক) তৈরী কাপড়ে নামায পড়তে কোনো আপত্তি নেই। মা'মার রা. বলেন, আমি যুহরীকে ইয়ামানী কাপড় পরতে দেখেছি, যা পেশাব দ্বারা রঞ্জিত করা হতো। এবং আলী ইবনে আবু তালেব রা. আধোয়া কাপড়ে নামায পড়েছেন।

৩৫০. عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَقَالَ يَا مُغِيرَةُ خُذِ الْأَدَاوَةَ فَأَخَذْتُهَا فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فَقَضَى حَاجَتَهُ

২. দু'বঙ্গের নিম্নদেশ থেকে দু'কাঁধের ওপর চাদরের দু'প্রান্ত রাখাকে ইলতিহাফ বলে। আর ইশতেমালের অর্থ এটাই, শুধু শরের ব্যবধান।

وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ فَذَهَبَ لِيُخْرِجَ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا فَضَاقَتْ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ
أَسْفَلِهَا فَصَبَّيْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ وَمَسَحَ عَلَى خَفَّيْهِ ثُمَّ صَلَّى .

৩৫০. মুগীরা ইবনে শো'বা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি একবার নবী স.-এর সাথে সফরে ছিলাম। তিনি বলেছেন, হে মুগীরা! লোটাটি তুলে দাও। আমি তা তুলে দিলাম। রসূলুল্লাহ স. আমার দৃষ্টির বাইরে চলে গেলেন এবং প্রাকৃতিক প্রয়োজন সমাধা করলেন। তখন তাঁর গায়ে শামী জুবা ছিল। তিনি তাঁর আঙ্গীন হতে হাত বের করতে লাগলেন। কিন্তু তা সংকীর্ণ হওয়ায় তিনি তার নীচের দিক দিয়ে হাত বের করলেন। আমি পানি ঢাললাম, তিনি নামাযের অযুর ন্যায় অযু করলেন। কিন্তু মোজার ওপর মাসেহ করলেন। তারপর নামায পড়লেন।

৮. অনুচ্ছেদ : নামায এবং নামাযের বাইরে উলঙ্গ হওয়া অপসন্দনীয়।

৩৫১. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الْحِجَارَةَ لِلْكُعْبَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمَّ يَا ابْنَ أَخِي لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ فَجَعَلْتَ عَلَى مَنْكَبِكَ ذُنَّ الْحِجَارَةِ قَالَ فَحَلَّهُ فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكَبِهِ فَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ فَمَا رَوَى بَعْدَ ذَلِكَ عَرِيَانًا .

৩৫১. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. কুরাইশদের সাথে কা'বা গৃহ (মেরামতের জন্য) পাথর বহন করছিলেন। তাঁর পরনে ছিল লুঙ্গি। তাঁর চাচা আব্বাস তাঁকে বললেন, হে ভাতীজা! যদি তোমার লুঙ্গিটা খুলে কাঁধে পাথরের নীচে রাখতে, তাহলে ভাল হতো। রাবী বলেন, তিনি তা খুলে নিজের কাঁধে রাখলেন এবং সেই মুহূর্তে মুর্ছিত হয়ে পড়লেন। এরপর আর কখনও তাঁকে উলঙ্গ হতে দেখা যায়নি।

৯. অনুচ্ছেদ : জামা, পাজামা, তুন্সান^৩ এবং কুবা পরে নামায পড়ার বর্ণনা।

৩৫২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَقَالَ أَوْ كُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ، ثُمَّ سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ، فَقَالَ إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ فَأَوْسَعُوا، جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابُهُ، صَلَّى رَجُلٌ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ، فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ، فِي سَرَاوِيلٍ وَرِدَاءٍ، فِي سَرَاوِيلٍ وَقَمِيصٍ، فِي تَبَانٍ وَقَبَاءٍ، فِي تَبَانٍ وَقَمِيصٍ، قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ فِي تَبَانٍ وَرِدَاءٍ .

৩. এক ধরনের অতি ঝাটো লুঙ্গী বা পাজামা জাতীয় পোশাক যাতে কেবলমাত্র পুরুষের সত্তরটুকু ঢাকা পড়ে। বিশেষতঃ নৌকার মাঝি-মাল্লারা তাদের কাজের সুবিধার্থে এ পোশাক পরে।-সম্পাদক

৩৫২. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন লোক দাঁড়াল এবং নবী স.-কে এক কাপড়ে নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বললেন, তোমাদের প্রত্যেকের কাছে কি দুটো করে কাপড় আছে? তারপর একজন লোক উমরকে একই প্রশ্ন করলো। তিনি বললেন, আল্লাহ তোমাদের সঙ্গতি দিলে, তোমরাও নিজেদের সঙ্গতি প্রকাশ কর। কেউ ইচ্ছা করলে একাধিক কাপড় পরতে পারে। যেমন একজন লোক লুঙ্গি ও চাদর, লুঙ্গি ও জামা, লুঙ্গি ও কুবা, পাজামা ও চাদর, পাজামা ও জামা, পাজামা ও কুবা, তুব্বান ও কুবা, তুব্বান ও জামা এক সাথে পরে নামায পড়তে পারে। আবু হুরাইরা রা. বলেন, আমার মনে হয়, উমর এও বলেছেন, তুব্বান ও চাদর।

৩৫৩. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا يَلْبِسُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ لَا يَلْبِسُ الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرُثْسَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا وَرْسٌ، فَمَنْ لَمْ يَجِدِ الثَّوْبَيْنِ فَلْيَلْبِسِ الْخُفَيْنِ وَالْيَقْطَعُهُمَا حَتَّى يَكُونَا اسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ .

৩৫৩. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন লোক রসূলুল্লাহ স.-কে জিজ্ঞেস করলো, মুহরিম (যে ব্যক্তি ইহরাম বেঁধেছে) কি পরবে? তিনি জবাবে বললেন, জামা, পাজামা, বোরখা এবং এমন কাপড় যাতে যাকরান বা গোলাপের রং মেশানো হয়েছে তা পরবে না। আর জুতা না পেলো মোজা কেটে পরবে, যাতে তা গোড়ালীর नीচে আসে।

১০. অনুচ্ছেদ ৪ সতর ঢাকা।

৩৫৪. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ اِشْتِمَالِ الصَّمَاءِ وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ .

৩৫৪. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. ‘সাম্মা’ করে কাপড় জড়াতে এবং একই কাপড়ে এমনভাবে “এহতেবা” করতে নিষেধ করেছেন, যাতে লজ্জাস্থানের ওপর কোনো কাপড় না থাকে।^৪

৩৫৫. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ عَنِ اللَّمَّاسِ وَالنَّبَازِ وَأَنْ يَشْتِمَلَ الصَّمَاءَ وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ .

৩৫৫. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. দু ধরনের বেচা-কেনা “লিমাস” ও “নিবায়”^৫ এবং দু ধরনের কাপড় পরা “সাম্মা” ও “এহতেবা” নিষেধ করেছেন।

৪. এক কাপড়ে সমস্ত শরীর ও হাত এমনভাবে জড়ানো যাতে হাত তুললে লজ্জাস্থান খুলে যাওয়ার আশংকা থাকে, তাকে “সাম্মা” বলা হয়। আর পাজাম ওপর ভর দিয়ে এবং দু হাঁটু খাড়া রেখে উভয় হাত কিংবা কোনো কাপড় দিয়ে উভয় পায়ে নলা জড়িয়ে ধরে বসাকে “এহতেবা” বলে।

৫. বেচা-কেনার সময় খরিদার দ্রব্যটি হুঁল কেনা-বেচা পাকা হয়ে যেত। একে “লিমাস” বলা হয়। অল্প দর-দল্প হওয়ার সময় বিক্রেতা দ্রব্যটি খরিদারের দিকে ছুঁড়ে দিলে কিংবা খরিদার দ্রব্যটির প্রতি কাকর ছুঁড়ে মারলে কেনা-বেচা পাকা হয়ে যেত। একে “নিবায়” বলে। ইসলামে এসব নিষেধ।

২০৬. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ فِي مُؤَدِّينَ يَوْمَ النَّحْرِ نُوذُنَ بِمَنَى إِلَّا لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثُمَّ أَرَدَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِيًّا فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِبِرَاءَةٍ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ فِي أَهْلِ مَنَى يَوْمَ النَّحْرِ: لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ .

৩৫৬. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বকর তাঁর আমীরে হজ্জের আমলে আমাকে অন্যান্য মুয়াযযিনদের সাথে কুরবানীর দিন মিনায় এই মর্মে প্রচার করতে পাঠালেন যে, এরপর হতে কোনো মুশরিক হজ্জ করতে এবং কোনো উলঙ্গ ব্যক্তি কা'বা গৃহ প্রদক্ষিণ করতে পারবে না। হোমাইদ ইবনে আবদুর রহমান বলেন, তারপর রসূলুল্লাহ স. আলীকে তাঁর (আবু বকরের) পশ্চাতে প্রেরণ করেন এবং নির্দেশ দেন, তিনি যেন সূরা বারাত প্রচার করেন। আবু হুরাইরা রা. বলেন, আলী আমাদের সাথে মিনায় কুরবানীর দিন প্রচার করতে থাকেন যে, এরপর কোনো মুশরিক হজ্জ এবং কোনো উলঙ্গ ব্যক্তি কা'বা গৃহ প্রদক্ষিণ করতে পারবে না।

১১. অনুচ্ছেদ : চাদর ছাড়া নামায পড়ার বর্ণনা।

২০৭. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، مُلْتَحِفًا بِهِ وَرِدَاؤُهُ مَوْضُوعٌ فَلَمَّا أَنْصَرَفَ قُلْنَا يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ تَصَلِّي وَرِدَاؤُكَ مَوْضُوعٌ قَالَ نَعَمْ أَحَبِّبْتُ أَنْ يَرَانِي الْجُهَالُ مِثْلَكُمْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي هَكَذَا .

৩৫৭. মুহাম্মাদ ইবনে মুনকাদের রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনে আবদুল্লাহর নিকট গিয়ে দেখি, তিনি একটি কাপড় বগলের নীচ দিয়ে কাঁধের ওপর রেখে নামায পড়ছেন এবং তার চাদর অন্যত্র রাখা আছে। তিনি নামায শেষ করলে আমরা বললাম, হে আবদুল্লাহ! আপনি চাদর রেখে নামায পড়লেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ তোমাদের মত মূর্খদের দেখাবার জন্য আমি এরূপ করলাম। আমি নবী স.-কে এভাবে নামায পড়তে দেখেছি।

১২. অনুচ্ছেদ : উরু সম্পর্কে যেসব বর্ণনা পাওয়া যায়। ইমাম বুখারী র. বলেন, ইবনে আক্বাস, জারহাদ এবং মুহাম্মাদ ইবনে জাহাশ নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন, উরু লজ্জাহানের অন্তর্ভুক্ত। আনাস রা. বলেন, নবী স. একবার তাঁর উরু খুলেছিলেন। ইমাম বুখারী র. বলেন, আনাসের বর্ণনাকৃত হাদীস সনদের দিক থেকে অধিক শক্তিশালী এবং জারহাদের বর্ণনাকৃত হাদীস আমলের দিক থেকে অধিক গ্রহণীয়। এর ওপর আমল করলে আমরা আলেমদের মতভেদ থেকে বাঁচতে পারি। আবু মুসা রা. বলেন, একবার

উসমানের আগমনে নবী স. তাঁর হাঁটু ঢেকে দিলেন। যামেদ ইবনে সাবেত বলেন, একবার রসূলুল্লাহ স.-এর ওপর অহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় তাঁর উরু আমার উরুর সাথে মিলিত ছিল এবং এমন মনে হচ্ছিল যেন আমার উরুর হাড় ভেঙ্গে বাবে।

৩০৪. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَزَا خَيْبَرَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ بِغُلَسٍ فَرَكِبَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ فَأَجْرَى نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فِي زُقَاقٍ خَيْبَرَ وَإِنْ رُكِبَتِي لَتَمَسُّ فَخَذَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ حَسَرَ الْأَزَارَ عَنْ فَخْذِهِ حَتَّى إِنِّي أَنْظَرُ إِلَى بَيَاضِ فَخْذِ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَ خَيْبَرُ أَنَا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ وَخَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ، قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَالْخَمِيسُ يَعْنِي الْجَيْشَ قَالَ فَأَصْبَحْنَا عَنْوَةً فَجُمِعَ السَّبِيُّ فَجَاءَ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَعْطِنِي جَارِيَةً مِّنَ السَّبِيِّ فَقَالَ إِذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتُ حَيٍّ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةَ بِنْتُ حَيٍّ سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لَكَ قَالَ ادْعُوهُ بِهَا فَجَاءَ بِهَا فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ خُذْ جَارِيَةً مِّنَ السَّبِيِّ غَيْرَهَا قَالَ فَأَعْتَقَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا أَصْدَقَهَا قَالَ نَفْسَهَا أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَزْتَهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ عَرُوسًا فَقَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْئٌ فَلْيَجِئْ بِهِ وَبَسِطْ فِطْعًا فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِئُ بِالتَّمْرِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِئُ بِالسَّمْنِ قَالَ وَآخَسِبُهُ قَدْ ذَكَرَ السَّوِيقُ قَالَ فَحَاسُوا حِينَئِذٍ فَكَانَ وَلِيْمَةً رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

৩৫৮. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. খায়বার অভিযানে বের হলেন এবং আমরা সেখানে পৌঁছে ভোরে ফজরের নামায পড়লাম। তারপর নবী স. (সওয়ারীর পিঠে) আরোহণ করলেন। আবু তালহা (সওয়ারীর পিঠে) আরোহণ করলেন এবং আমি আবু তালহার পিছনে বসলাম। নবী স. খায়বারের গলি পথ দিয়ে দ্রুত চলতে থাকলেন এবং আমার হাঁটু তাঁর উরু স্পর্শ করতে লাগলো। এমন সময় নবী স.-এর উরু হতে তহবন্দ সরে গেল। আমার মনে হচ্ছে আমি এখনও তাঁর উরুর গুত্রতা লক্ষ্য করছি। তিনি শহরে প্রবেশ করে বললেন :

اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبْتَ خَيْرٌ - إِنْ أَدَا نَزَلْنَا سَبَاحَةَ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذِرِينَ -

“আল্লাহ মহান, খায়বার ধ্বংস হোক। আমরা এমন লোক, যখন কোনো জাতির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হই, তখন তাদের সতর্ককারীদের ড্রাসের সৃষ্টি হয়।” একথা তিনি তিনবার বললেন। রাবী বলেন, লোকেরা তাদের কাজে বের হলো। তারা বলে উঠলো, মুহাম্মদ এসে গেছে! আবদুল আযীয বলেছেন, আমাদের কতক সাথীদের মতে তারা বলে উঠলো মুহাম্মদ তার সেনাবাহিনীসহ এসেছে! রাবী বলেন, আমরা বিনা যুদ্ধে খায়বার জয় করলাম। বন্দীদেরকে জমা করা হলো। দেহইয়া এসে বললো, হে আল্লাহর নবী! আমাকে বন্দীদের মধ্য থেকে একটি দাসী দিন। তিনি (রসূল) বললেন, যাও এবং একটি দাসী নাও। সে সফিয়া বিনতে হুয়াইকে নিল। এমন সময় একজন লোক নবী স.-এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর নবী! আপনি কোরাইযা ও নবীর বংশের নেতৃস্থানীয় রমণী সফিয়া বিনতে হুয়াইকে দেহইয়ার হাতে তুলে দিলেন। সে একমাত্র আপনারই যোগ্য। তিনি বললেন, তাকে সফিয়াসহ ডাক। দেহইয়া তাকে নিয়ে আসল। নবী স. সফিয়াকে দেখে বললেন, দেহইয়া তুমি বন্দীদের মধ্য থেকে অন্য একটি দাসী নাও। রাবী বলেন, নবী স. তাকে আযাদ করার পর বিয়ে করেন। সাবেত আবু হুরাইরাকে বলেন, হে আবু হামযা! সফিয়ার দেন মোহর কি ধার্য করা হলো? তিনি বললেন, তাকে আযাদ করার পর বিয়ে করা তার জন্য দেন মোহর স্বরূপ ছিল। তারপর উম্মে সুলাইম (আনাসের মা) রাস্তায় তাকে বধু সাজিয়ে রাতে রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট পেশ করলেন। সকালে রসূলুল্লাহ স. বর বেশে উঠলেন এবং বললেন, তোমাদের যার কাছে যা আছে নিয়ে এসো। তিনি দস্তরখান বিছালেন। কেউ খেজুর, কেউ ঘি এবং রাবীর ধারণায় কেউ ছাতু নিয়ে আসলো এবং এসব কিছু মিলিয়ে তারা “হাইস” নামক এক প্রকার খাদ্য তৈরী করলো। এটিই ছিল রসূলুল্লাহ স.-এর অলীমা।^৬

১৩. অনুচ্ছেদ : মেয়েরা কতটুকু কাপড় পরে নামায পড়বে? ইকরামা বলেন, যদি একটি কাপড় দিয়ে সম্পূর্ণ শরীর ঢাকতে পারে তাহলে তা জায়েয।

٣٥٩. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْفَجْرَ فَتَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَفَعَاتٍ فِي مِرْطَاهُنَّ ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ.

৩৫৯. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. ফজরের নামায পড়তেন এবং তাঁর সাথে কিছু সংখ্যক মুসলিম মহিলা শরীরে চাদর জড়িয়ে নামাযে শরীক হতো। তারা এত অন্ধকার থাকতে নামায থেকে বাড়ী ফিরতো যে কেউ তাদেরকে চিনতে পারতো না।

১৪. অনুচ্ছেদ : ছবিযুক্ত কাপড় পরে নামায পড়া এবং নামায পড়া অবস্থায় ছবির প্রতি নব্বর করা।

৬. সাধারণ সৈন্যদের মধ্যে যাতে অসন্তোষ দেখা না দেয় এবং সফিয়ার মর্যাদা কুণ্ণ না হয় সেই উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ স. সফিয়াকে বিয়ে করেছিলেন।

৩৬০. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا نَظْرَةً فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَاتُّنُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ فَإِنَّهَا الْهَتَّتِي أَنْقًا عَنْ صَلَاتِي وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عِلْمِهَا وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ فَأَخَافُ أَنْ تَفْتِنَنِي.

৩৬০. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. একদা একটি নকশা খচিত চাদরে নামায পড়লেন। তাঁর নযর একবার নকশার দিকে পড়লো। তিনি নামায শেষ করে বললেন, এ চাদরটি আবু জাহমের নিকট নিয়ে যাও এবং তার থেকে নকশা বিহীন চাদরটি নিয়ে এসো। কেননা চাদরটি এইমাত্র আমাকে নামায থেকে অমনোযোগী করেছিল। হিশাম তার পিতার মাধ্যমে আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেন, নবী স. বলেছেন, আমি নামাযের মধ্যে চাদরটির নকশার প্রতি তাকাছিলাম এবং আমার ভয় হচ্ছিল সে আমাকে ফেতনায় ফেলে না দেয়।

১৫. অনুচ্ছেদ : ক্রুশ বা অন্য ছবিযুক্ত কাপড় পরে নামায পড়া যায় কিনা এবং এর বিরোধিতা।

৩৬১. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَمِيطِي عَنْ قِرَامِكَ هَذَا فَإِنَّهُ لَأَتَزَالَ تُصَاوِيرُهُ تَغْرِضُ فِي صَلَاتِي.

৩৬১. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশার একটি চাদর ছিল। সেটি দিয়ে তিনি ঘরের এক দিকে পর্দা করেছিলেন। নবী স. একদিন বললেন, তোমার এ চাদরটি সরিয়ে ফেল। কেননা নামাযের সময় এর নকশাগুলো সর্বদা আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

১৬. অনুচ্ছেদ : রেশমী জুস্বা পরে নামায পড়া, তারপর তা খুলে ফেলা।

৩৬২. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرُوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ فَصَلَّى فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَزَرَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ وَقَالَ لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ.

৩৬২. উকবা ইবনে আমের রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-কে একটি রেশমী ফররুজ (পিছন কাটা লম্বা কোট) হাদিয়া দেয়া হলো। তিনি সেটি পরে নামায পড়লেন। নামায শেষ করে তিনি সেটি দ্রুত খুলে ফেললেন। মনে হলো তিনি সেটি অপসন্দ করছেন। তারপর তিনি বললেন, মুত্তাকীদের জন্য এটি শোভনীয় নয়।^৭

৭. তখনও পুরুষের জন্য রেশমী বস্ত্র পরিধান করা হারাম হয়নি। পরে হারাম হয়।

১৭. অনুচ্ছেদ : লাল কাপড় পরে নামায পড়া।

৩৬২. عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي قُبَّةٍ حُمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ وَرَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَتَدَرُونَ ذَلِكَ الْوَضُوءَ فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ، ثُمَّ رَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذًا عَنَزَةً لَهُ فَرَكَّزَهَا وَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حُلَّةٍ حُمْرَاءَ مُشَمَّرًا صَلَّى إِلَى الْعَنَزَةِ بِالنَّاسِ رُكْعَتَيْنِ وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالِدُؤَابَ يَمُرُّونَ مِنْ بَيْنِ يَدَيِ الْعَنَزَةِ .

৩৬৩. আবু জুহাইফা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে একটি লাল চামড়ার তাঁবুর মধ্যে দেখলাম। বেলালকে দেখলাম তাঁর অযুর পানি নিয়ে সেখানে উপস্থিত থাকতে। লোকদেরকে দেখলাম তাঁর ব্যবহৃত অযুর পানি নেয়ার জন্য কাড়াকাড়ি করতে। যারা পানি পেল, তা দিয়ে তারা নিজেদের শরীর মাসেহ করলো এবং যারা তা পেল না তারা অন্যের হাতের আদ্রতা নিতে থাকলো। তারপর বেলালকে দেখলাম, একটা বর্শা এনে মাটিতে গেড়ে দিতে। এরপর নবী স. একটি লাল পোশাক পরে এবং তা খানিকটা উঁচু করে বের হলেন। তিনি বর্শাটির দিকে মুখ করে লোকদেরকে দু রাকআত নামায পড়ালেন। লোক ও জন্তুদেরকে বর্শাটির সামনে দিয়ে আমি চলতে দেখলাম।

১৮. অনুচ্ছেদ : ছাদ, মিম্বর ও কাঠের ওপর নামায পড়া।

ইমাম বুখারী র. বলেন, হাসান বসরী বরফ ও গুলের ওপর নামায পড়া জায়েয মনে করেন, যদিও তার নীচ দিয়ে অথবা উপর দিয়ে অথবা সামনে দিয়ে পেশাব প্রবাহিত হতে থাকে এবং তাদের মধ্যে কোনো ব্যবধান থাকে না। আবু হুরাইরা রা. ইমামের পিছনের মসজিদের ছাদের উপর নামায পড়েছিলেন। ইবনে উমর রা. বরফের ওপর নামায আদায় করেন।

৩৬৬. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ الْمَنْبَرِ فَقَالَ مَا بَقِيَ بِالنَّاسِ أَعْلَمُ مِنِّي هُوَ مِنْ أَثْلِ الْغَابَةِ عَمَلُهُ فَلَانٌ مَوْلَى فُلَانَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ عُمِلَ وَوُضِعَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ كَبَّرَ وَقَامَ النَّاسُ خَلْفَهُ فَقَرَأَ وَرَكَعَ وَرَكَعَ النَّاسُ خَلْفَهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمَنْبَرِ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ بِالْأَرْضِ فَهَذَا شَأْنُهُ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ سَأَلَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَإِنَّمَا أَرَدْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ أَعْلَى مِنَ النَّاسِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ أَعْلَى مِنَ النَّاسِ بِهَذَا الْحَدِيثِ .

৩৬৪. সাহল ইবনে সাআদ রা. থেকে বর্ণিত। তাকে নবী স.-এর মিস্বর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, এ বিষয়ে আমার চেয়ে বেশী জানে এমন লোক এখন আর বেঁচে নেই। মিস্বরটি ছিল গাবার (বনের) ঝাউ গাছের তৈরী। অমুক মহিলার অমুক আযাদকৃত দাস সেটি রসূলুল্লাহ স.-এর জন্য তৈরী করেছিল। সেটি প্রস্তুত ও স্থাপিত হওয়ার পর রসূলুল্লাহ স. তার ওপর দাঁড়ালেন। তিনি কেবলার দিকে মুখ করে ‘আল্লাহ্ আকবার’ বললেন এবং লোকেরা তাঁর পিছনে দাঁড়াল। তিনি কুরআনের আয়াত পড়ে রুকু’ করলেন এবং লোকেরা তাঁর পিছনে রুকু করলো। তারপর তিনি মাথা তুললেন এবং পিছনে হটে যমীনে সিজদা করলেন। তারপর মিস্বারে ফিরে আসলেন। তারপর কুরআনের আয়াত পড়ে রুকু’ করলেন। তারপর মাথা তুললেন। অতপর পিছনে হটে মাটিতে সিজদা করলেন। এই হলো মিস্বারের ব্যাপার। ইমাম বুখারী র. বলেন, আলী ইবনে আবদুল্লাহ বলেছেন, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল আমাকে এ হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন এবং বলেন, আমার মতে নবী স. সাধারণ লোকদের চেয়ে উপরে ছিলেন। কাজেই এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, ইমামের সাধারণ নামাযীদের তুলনায় ওপরে থাকায় আপত্তি নেই।

৩৬৫. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ فَجَحِشَتْ سَاقُهُ أَوْ كَتِفُهُ وَأَلَى مِنْ نَسَائِهِ شَهْرًا فَجَلَسَ فِي مَشْرَبَةٍ لَهُ دَرَجَتُهَا مِنْ جُدُوعِ النَّخْلِ فَأَتَاهُ أَصْحَابُهُ يَعُودُونَهُ فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا وَهُمْ قِيَامٌ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَنَزَلَ لَتَسْمِعَ وَعَشْرِينَ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ الْيَتَ شَهْرًا فَقَالَ إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ .

৩৬৫. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. একবার ঘোড়া হতে পড়ে যাওয়ায় তাঁর গোড়ালী কিংবা কাঁধ ছিলে যায়। সেই সময় তিনি তাঁর স্ত্রীদের নিকট হতে এক মাসের ঈলা (স্ত্রী সহবাস হতে দূরে থাকার কসম) করার সিদ্ধান্ত নেন। ফলে তিনি এমন একটি বালাখানায় অবস্থান করতে থাকেন, যার সিঁড়ি ছিল খেজুর গাছের ডালের তৈরী। সাহাবীগণ তাঁর শুশ্রূষার জন্য একবার তাঁর নিকট আসলো। তিনি বসে বসে তাদেরকে নামায পড়ালেন এবং তারা দাঁড়িয়ে নামায পড়লো। তিনি সালাম ফিরিয়ে বললেন, (ইমামকে) ইমাম এজন্য করা হয়েছে যে, তার অনুসরণ করতে হবে। যখন সে তাকবীর বলবে, তোমরা তাকবীর বলবে। যখন সে রুকু করবে তোমরা রুকু করবে এবং যখন সে সিজদা করবে, তোমরা সিজদা করবে। যদি সে দাঁড়িয়ে নামায পড়ে, তোমরাও দাঁড়িয়ে নামায পড়বে। তিনি ঊনত্রিশ দিনে ঈলা ভঙ্গ করে নেমে আসলেন। লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রসূল! আপনি এক মাসের ঈলা করেছিলেন, তিনি বললেন, এ মাস ঊনত্রিশ দিনের।

১৯. অনুচ্ছেদ : সিজদা করার সময় নামাযীর কাপড় তার জ্বীর দেহ স্পর্শ করা ।

৩৬৬. عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءُ هُ وَأَنَا حَائِضٌ وَرَبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ قَالَتْ وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ .

৩৬৬. মাইমুনা রা. থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. নামায পড়তেন এবং আমি ঋতু অবস্থায় তাঁর বরাবর বসে থাকতাম । কখনো কখনো সিজদার সময় তাঁর কাপড় আমার দেহ স্পর্শ করতো, অথচ তিনি জায়নামাযে নামায পড়া অবস্থায় থাকতেন ।

২০. অনুচ্ছেদ : চাটাইয়ের ওপর নামায পড়া । জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ও আবু সাঈদ খুদরী দাঁড়ানো অবস্থায় নৌকায় নামায পড়েছেন । হাসান বসরী বলেন, নৌকায় দাঁড়িয়ে নামায পড়তে পার, যদি সাথীর কষ্ট না হয় এবং নৌকার সাথে সাথে ঘুরতে পার । নচেৎ বসে নামায পড়া উচিত ।

৩৬৭. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِبَطْعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قُومُوا فَلِأُصَلِّيَ لَكُمْ قَالَ أَنَسٌ فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طَوْلٍ مَالِسٍ فَتَضَحَّيْتُ بِمَاءٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمَ وَرَاءَ هُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ .

৩৬৭. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত । তার দাদী মুলাইকা একবার রসূলুল্লাহ স.-কে খাওয়ার দাওয়াত করলেন । খাবারটি কেবল মাত্র তাঁর জন্য তৈরী করা হয়েছিল । তিনি খাবার পর বললেন, দাঁড়াও আমি তোমাদের এখানে নামায পড়বো । আনাস রা. বলেন, আমি একটি চাটাই আনতে গেলাম । চাটাইটি দীর্ঘ দিন ব্যবহারের দরুন কালো হয়ে গিয়েছিল । আমি সেটি পানি দিয়ে ধুয়ে ফেললাম । তারপর রসূলুল্লাহ স. তার ওপর দাঁড়িয়ে গেলেন । আমি ও (একজন) ইয়াতীম^৮ তাঁর পিছনে দাঁড়ালাম এবং বুড়ি আমাদের পিছনে দাঁড়ালো । রসূলুল্লাহ স. আমাদেরকে দু'রাকআত নামায পড়ালেন । তারপর তিনি চলে গেলেন ।

২১. অনুচ্ছেদ : জায়নামাযের ওপর নামায পড়া ।

৩৬৮. عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ .

৩৬৮. মাইমুনা রা. থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী স. জায়নামাযের ওপর নামায পড়তেন ।

২২. অনুচ্ছেদ : বিছানায় নামায পড়া । আনাস ইবনে মালেক বিছানায় নামায পড়েছিলেন । তিনি বলেছেন, আমরা নবী স.-এর সাথে নামায পড়তাম । আমাদের কেউ কেউ নিজের কাপড়ের ওপর সিজদাহ করতো ।

৮. ইয়াতীম নবী স.-এর জনৈক আযাদকৃত দাসের উপাধি । তার আসল নাম যুমাইরাহ ।

৩৬৭. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَنَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَجُلًا فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلِي وَإِذَا أَقَامَ بَسَطْتُهَا قَالَتْ وَالْبَيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحٌ .

৩৬৯. নবী স.-এর স্ত্রী আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-এর সামনে ঘুমাতাম এবং আমার পা দুটি তাঁর কেবলার দিকে (সিজদার জায়গায়) থাকতো। তিনি সিজদার সময় আমাকে খোঁচা দিতেন। তখন আমি আমার পা দুটি কুঁকড়ে নিতাম, তিনি দাঁড়ালে আমি পা দুটি প্রসারিত করতাম। তিনি (আয়েশা) বলেন, সে সময় ঘরে বাতি ছিল না।

৩৭০. عَنْ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَصَلِّي وَهِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشٍ أَهْلُهُ اعْتَرَاخَ الْجَنَازَةِ .

৩৭০. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. নামায পড়তেন এবং আমি তাঁর ও কেবলার মাঝখানে বিছানার ওপর জানাযার মত শুয়ে থাকতাম।

৩৭১. عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَصَلِّي وَعَائِشَةُ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِي يَنَامَانِ عَلَيْهِ .

৩৭১. উরওয়াহ রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. নামায পড়তেন এবং আয়েশা তাঁর ও কেবলার মাঝখানে তাদের শোয়ার বিছানার ওপর শুয়ে থাকতেন।

২৩. অনুচ্ছেদ : অতিশয় গরমের সময় কাপড়ের ওপর সিজদাহ করা। হাসান বসরী র. বলেন, লোকেরা তাদের পাগড়ী ও টুপির ওপর সিজদা করতো এবং তাদের হাত আত্মীনের মধ্যে থাকতো।

৩৭২. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَيَضَعُ أَحَدُنَا طَرَفَ الثُّوبِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ فِي مَكَانِ السُّجُودِ .

৩৭২. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী স.-এর সাথে নামায পড়তাম এবং আমাদের কেউ কেউ অত্যন্ত গরমের দরুন কাপড়ের খুঁট সিজদার জায়গায় রাখতো।

২৪. অনুচ্ছেদ : জুতা পরে নামায পড়া।

৩৭৩. سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ قَالَ نَعَمْ .

৩৭৩. আনাস ইবনে মালেক রা.-কে জিজ্ঞেস করা হলো, নবী স. কি জুতা পরে নামায পড়তেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

২৫. অনুচ্ছেদ : মোজা পরা অবস্থায় নামায পড়া।

২৭৪. عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَسُئِلَ فَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَكَانَ يَعْجِبُهُمْ لِأَنَّ جَرِيرًا كَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ أَسْلَمَ .

৩৭৪. জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি একবার পেশাব করে অযু করলেন এবং মোজার ওপর মাসেহ করলেন। তারপর দাঁড়িয়ে নামায পড়লেন। তাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আমি নবী স.-কে এরূপ করতে দেখেছি। ইবরাহীম বলেন, লোকেরা জারীরের এ হাদীসটি খুব পছন্দ করতো। কেননা তিনি সবার শেষে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম ছিলেন।

২৭৫. عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ وَضَّأَتِ النَّبِيُّ ﷺ فَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ وَصَلَّى

৩৭৫. মুগীরী ইবনে শোবা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-কে অযু করালাম এবং তিনি মোজার ওপর মাসেহ করে নামায পড়লেন।

২৬. অনুচ্ছেদ : সিজদা পুরোপুরি না করা।

২৭৬. عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا لَا يَتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ مَا صَلَّيْتَ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ لَوْ مِتُّ مِتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ .

৩৭৬. হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি একজন লোককে অপূর্ণ রুকু ও সিজদা করতে দেখলেন। লোকটি নামায শেষ করলে, হুযাইফা তাকে বললেন, তোমার নামায হয়নি। রাবী বলেন, আমার মনে হয়, হুযাইফা এও বলেছেন, যদি তুমি এ অবস্থায় মারা যাও, তাহলে মুহাম্মাদ স.-এর তরীকার বাইরে মারা যাবে।

২৭. অনুচ্ছেদ : সিজদার সময় বগল ও পার্শ্বদ্বয় প্রশস্ত করা।

২৭৭. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ .

৩৭৭. আবদুল্লাহ ইবনে মালেক ইবনে বুহাইনাহ রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. নামায পড়ার সময় (সিজদার সময়) দু'হাতের মাঝখানে এতই ব্যবধান রাখতেন যে, তাঁর উভয় বগলের শুভ্রতা দেখা যেতো।

২৮. অনুচ্ছেদ : কেবলামুখী হওয়ার কথীলত। এমনকি পায়ের আঙ্গুল কেবলার দিকে রাখা উচিত। আবু হুমাইদ নবী স. থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন।

৩৭৮. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ .

৩৭৮. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন, যে ব্যক্তি আমাদের মত নামায পড়ে, আমাদের কেবলার দিকে মুখ করে ও আমাদের যবেহ করা প্রাণী খায়, সে মুসলমান। আল্লাহ ও তাঁর রসূল তার দায়িত্ব নিয়েছেন। কাজেই তোমরা আল্লাহর দায়িত্বের ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা করো না।

৩৭৯. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَإِذَا قَالُوهُمَا وَصَلُوا صَلَاتَنَا ، وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا ، وَأَكَلُوا ذَبِيحَتَنَا فَقَدْ حَرَمْتُ عَلَيْنَا دِمَاؤَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ وَقَالَ عَلَىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ سَأَلَ مَيْمُونُ بْنُ سِيَاهٍ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ يَا أَبَا حَمْزَةَ وَمَا يَحْرُمُ دَمَ الْعَبْدِ وَمَالَهُ فَقَالَ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا ، وَصَلَّى صَلَاتَنَا ، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَهُوَ الْمُسْلِمُ لَهُ مَا لِلْمُسْلِمِ وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُسْلِمِ .

৩৭৯. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, আমাকে লোকদের সাথে জিহাদ করার হুকুম দেয়া হয়েছে। যতক্ষণ না তারা বলে, لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, অর্থাৎ “আল্লাহ ছাড়া কোনো মা’বুদ নেই।” যখন তারা তা বলবে এবং আমাদের মত নামায পড়বে, আমাদের কেবলার দিকে মুখ করবে এবং আমাদের যবেহ করা প্রাণী খাবে, তখন তাদের রক্ত ও সম্পদ আমাদের জন্য হারাম সাব্যস্ত হবে। তবে ইসলাম তাদের জন্য যে হক নির্ধারণ করে দিয়েছে তা ছাড়া^৯ এবং তাদের আন্তরিকতার হিসেব আল্লাহর নিকট। মতান্তরে, একবার আনাস ইবনে মালেককে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন ব্যক্তির রক্ত ও সম্পদ হারাম? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয়, لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, অর্থাৎ “আল্লাহ ছাড়া কোনো মা’বুদ নেই” এবং আমাদের কেবলার দিকে মুখ করে, আমাদের মত নামায পড়ে, আমাদের যবেহ করা প্রাণী খায় সে মুসলমান। তার মুসলমানদের মত অধিকার থাকবে এবং তার মুসলমানদের মত কর্তব্য পালন করতে হবে।

২৯. অনুচ্ছেদ ৪ মদীনাবাসী ও সিরিয়াবাসীদের কেবলা। পূর্বাঞ্চলের লোকদের কেবলা না পূর্ব দিকে না পশ্চিম দিকে। দলীল হলো, নবী স. বলেছেন, তোমরা কেবলার দিকে মুখ

৯. অর্থাৎ ইসলামী দণ্ডবিধি অনুযায়ী প্রাণের বদলে প্রাণ ও অর্থের বদলে অর্থদণ্ড অবশ্যই দিতে হবে।

করে পেশাব-পায়খানা করো না। বরং পূর্ব দিকে কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করে পেশাব-পায়খানা করো।

২৮০. عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا قَالَ أَبُو أَيُّوبَ فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِضَ بُنِيَتْ قَبْلَ الْقِبْلَةِ فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ -

৩৮০. আবু আইয়ুব আনসারী রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, তোমরা কেবলার দিকে মুখ করে বা পিঠ করে পেশাব-পায়খানা করো না। বরং পূর্ব দিকে কিংবা পশ্চিম দিকে^{১০} মুখ বা পিঠ করে পেশাব-পায়খানা করো। আবু আইয়ুব বলেন, আমরা সিরিয়ায় গেলাম এবং দেখলাম, সেখানে কিছু পায়খানা কেবলামুখী করে তৈরী করা হয়েছে। আমরা বাধ্য হয়ে সেখানে প্রাকৃতিক প্রয়োজন মিটাতেম এবং মহামহিম আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতাম।

৩০. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী, “মাকামে ইবরাহীমকে মুসাল্লা বানাও।”

২৮১. عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ الْعُمْرَةِ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ آيَاتِي امْرَأَتُهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ : وَسَلَّأْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لَا يَقْرَبْنَهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ -

৩৮১. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, একজন লোক উমরার উদ্দেশ্যে কা'বা গৃহ প্রদক্ষিণ করলো। কিন্তু সাফা ও মারওয়ার মধ্যে দৌড়াল না। সে কি জীসন্ম করতে পারবে? তিনি বললেন, নবী স. মদীনা হতে মক্কায় এসে কা'বা গৃহ সাতবার প্রদক্ষিণ করলেন এবং মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দু'রাকআত নামায পড়লেন। অতপর সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে দৌড়ালেন। “আর তোমাদের জন্য রসূলুল্লাহ স.-এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।” রাবী বলেন, আমরা জাবির ইবনে আবদুল্লাহকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে দৌড়াবার পূর্বে জী সহবাস করবে না।

২৮২. عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَقِيلَ لَهُ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَحَلَ الْكَعْبَةَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فَأَقْبَلْتُ وَالنَّبِيُّ ﷺ قَدْ خَرَجَ وَاجِدٌ بِلَاءً قَائِمًا بَيْنَ الْبَابَيْنِ فَسَأَلْتُ بِلَاءً

১০. মদীনা থেকে কেবলা দক্ষিণ দিকে। তাই পূর্বদিকে বা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরিয়ে পেশাব-পায়খানা করার কথা বলা হয়েছে।

فَقُلْتُ أَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي الْكَعْبَةِ قَالَ نَعَمْ رَكَعَتَيْنِ بَيْنَ السَّارِبَتَيْنِ
الَّتَيْنِ عَلَى يَسَارِهِ إِذَا دَخَلْتُ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ رَكَعَتَيْنِ .

৩৮২. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। একজন লোক এসে তাঁকে বললো, রসূলুল্লাহ স. কা'বা গৃহের মধ্যে প্রবেশ করেছেন। তিনি বলেন, আমি এসে দেখলাম, নবী স. বের হয়ে গেছেন এবং বেলাল দু'দরজার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। আমি বেলালকে জিজ্ঞেস করলাম, নবী স. কি কা'বা গৃহে নামায পড়েছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। কা'বা গৃহে প্রবেশ করার সময় বাঁ দিকে যে দুটি খাম রয়েছে তার মাঝখানে দু'রাকআত এবং বের হয়ে কা'বা গৃহের সামনে দু'রাকআত নামায পড়েছেন।

৩৮৩. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا
وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكَعَتَيْنِ فِي قُبُلِ الْكَعْبَةِ وَقَالَ هَذِهِ
الْقِبْلَةُ .

৩৮৩. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. কা'বা গৃহে প্রবেশ করে তার প্রত্যেক কোণে দোয়া করলেন এবং বাইরে না আসা পর্যন্ত নামায পড়লেন না। বাইরে আসার পর কা'বার দিকে মুখ করে দু'রাকআত নামায পড়লেন এবং বললেন, এটাই কেবলা।

৩৯. অনুচ্ছেদ ৪ : যেখানেই অবস্থান করো না কেন কেবলার দিকে মুখ করতে হবে। আবু হুরাইরা রা. বলেন, নবী স. বলেছেন, কেবলার দিকে মুখ কর এবং 'আল্লাহ আকবার' বল।

৩৮৬. عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ
سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ أَنْ يُوجَّهَ
إِلَى الْكَعْبَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَتَوَجَّهْ
نَحْوَ الْكَعْبَةِ وَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ وَهُمْ الْيَهُودُ مَا وَلَّهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمُ الَّتِي
كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ،
فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَ مَا صَلَّى فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ
فِي صَلَوةِ الْعَصْرِ يُصَلُّونَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ وَأَنَّهُ تَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ فَتَحَرَّفَ الْقَوْمُ حَتَّى تَوَجَّهُوا نَحْوَ الْكَعْبَةِ .

৩৮৪. বারীআ ইবনে আযেব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বায়তুল মাকদাসের দিকে মুখ করে ষোল কিংবা সতের মাস নামায পড়েছিলেন। রসূলুল্লাহ স. কা'বা গৃহের দিকে মুখ করে নামায পড়তে পছন্দ করতেন। কাজেই মহামহিম আল্লাহ

অবতীর্ণ করলেন : অর্থাৎ “আমি আপনার মুখাবয়ব বারবার আকাশের দিকে ওঠাতে দেখেছি।” তিনি নতুন কেবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আর নির্বোধ লোকেরা অর্থাৎ ইয়াহুদ সম্প্রদায় বলতে লাগলো, “কে তাদের মুখ পূর্ববর্তী কেবলা হতে ফিরিয়ে দিল ?” আল্লাহ বলেন, “হে মুহাম্মাদ! আপনি বলে দিন, পূর্ব ও পশ্চিম একমাত্র আল্লাহর। তিনি যাকে ইচ্ছা সরল-সোজা পথে পরিচালিত করেন।” তারপর এমন একজন লোক যে নবী স.-এর সাথে নামায পড়েছিল, নামাযের পর আনসারদের নিকট গেল। তখন তারা বায়তুল মাকদাসের দিকে মুখ করে আসরের নামায পড়ছিল। সে গিয়ে বললো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি নবী স.-এর সাথে নামায পড়েছি এবং তিনি কাবার দিকে মুখ করে নামায পড়িয়েছেন। একথা শুনে সবাই কাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

৩৮৫. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي عَلَى رَأْسِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ .

৩৮৫. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. তাঁর বাহনে চড়ে নামায (নফল) পড়তেন, যেকোনো দিকে তাঁর মুখ থাকতো না কেন। যখন ফরয নামায পড়ার ইচ্ছা করতেন, তখন বাহন হতে নেমে কেবলার দিকে মুখ করে নামায পড়তেন।

৩৮৬. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَا أَدْرِي زَادَ أَوْ نَقَصَ، فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ، قَالَ وَمَا ذَاكَ، قَالُوا صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَيْنَا بَوَّجَهُ قَالَ إِنَّهُ لَوْ حَدَّثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ لَنَبَّأْتُكُمْ بِهِ - وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أُنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّى الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ .

৩৮৬. আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. নামায পড়লেন। রাবী ইবরাহীম বলেন, আমি জানি না, তিনি নামাযে কিছু কমবেশী করেছিলেন কিনা? তিনি নামায শেষ করলে, লোকেরা তাঁকে বললো, হে আল্লাহর রসূল! নামাযে নতুন কিছু ঘটেছে কি? তিনি বললেন, তা কি? তারা বললো, আপনি এত এত নামায পড়িয়েছেন। একথা শুনে তিনি পা দুটো ঘুরিয়ে কেবলামুখী হয়ে দুটো সিজদা করলেন।^{১১} তারপর সালাম ফিরালেন। অতপর আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে তিনি বললেন, যদি নামাযে কিছু ঘটে, তাহলে তা আমি নিশ্চয়ই তোমাদেরকে বলবো। কিন্তু আমি তোমাদের মত মানুষ। আমার তোমাদের মত ভুল হতে পারে। যদি আমার ভুল হয় তাহলে মনে করিয়ে দেবে

১১. ইসলামের প্রথম দিকে নামাযের মধ্যে কথা বলা জায়েয ছিল। পরে তা বাতিল হয়ে গেছে।

এবং তোমাদের যদি কারোর নামাযের মধ্যে সন্দেহ হয়, তাহলে সে যেন প্রকৃত ব্যাপারটি অনুধাবন করে এবং সেই অনুযায়ী নামায পূর্ণ করে সালাম ফিরায়ে। তারপর যেন সে দুটো সিদ্ধান্ত করে।

৩২. অনুচ্ছেদ : কেবলা সম্পর্কে বর্ণনা। ভুল করে কেবলা ছাড়া অন্যদিকে মুখ করে নামায পড়লে তা পুনরায় পড়তে হবে না। নবী স. যোহরের দু রাকআত নামায পড়ে সালাম ফেরার পর লোকদের দিকে মুখ ফিরিয়ে আবার অবশিষ্ট নামায আদায় করেন।

২৮৭. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ وَأَفَقْتُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوَاتُخَذْنَا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى؟ فَنَزَلَتْ: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وَآيَةُ الْحِجَابِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمَرْتَ نِسَاءَكَ أَنْ يَحْتَجِبْنَ فَإِنَّهُ يَكْلُمُهُنَّ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ، وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُنَّ عَسَى رَبُّهُ أَنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ.

৩৮৭. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। উমর বলেন, তিনটি বিষয়ে আমার ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছার সাথে মিলিত হয়েছে : (১) আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থান বানাতে ভাল হতো। আল্লাহ আয়াত অবতীর্ণ করলেন : وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى অর্থাৎ “তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থান বানাও।” (২) পর্দার আয়াত। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! যদি আপনি আপনার স্ত্রীদের পর্দার হুকুম দিতেন, তাহলে খুব ভাল হতো। কেননা সৎ-অসৎ সবাই তাদের সাথে কথা বলে। এমন সময় পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হলো। (৩) একবার নবী স.-এর স্ত্রীগণ নারীসুলভ আবেগে তাঁর বিরুদ্ধে একত্রিত হন। আমি তাদেরকে বললাম, যদি তিনি আপনাদেরকে তালাক দেন, তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাদের অপেক্ষা উত্তম মুসলিম নারী তাঁকে দান করবেন, তখন এ সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ হয়।

২৮৮. عَنْ عَبْدِ بْنِ اللَّهِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ أُنْتُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةُ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكُفَّةَ فَاسْتَقْبَلُوهَا، وَكَانَتْ وَجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكُفَّةِ .

৩৮৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা একবার কোবা নামক স্থানে ফজরের নামায পড়ছিল। এমন সময় একজন লোক এসে বললো, আজ রাতে রসূলুল্লাহ স.-এর ওপর কুরআন নাযিল হয়েছে এবং তাঁকে কা'বার দিকে মুখ করে নামায পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। একথা শুনে সবাই কা'বা গৃহের দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ইতিপূর্বে তাদের মুখ সিরিয়ার দিকে ছিল। তারা কা'বার দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

৩৮৯. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ خَمْسًا فَقَالُوا أَزِيدُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا صَلَّيْتُ خَمْسًا فَتَنَّى رَجُلِيهِ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ .

৩৮৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একবার নবী স. যোহরের পাঁচ রাকআত নামায পড়ালেন। লোকেরা বললো, নামায কি বেশী করা হয়েছে? তিনি বললেন, সেটা কিরূপ? লোকেরা বললো, আপনি পাঁচ রাকআত নামায পড়েছেন। আবদুল্লাহ বলেন, একথা শুনে তিনি পা ঘুরিয়ে (অর্থাৎ কেবলামুখী হয়ে) দুটো সিজদা করলেন।

৩৩. অনুচ্ছেদ ৪ হাত দিয়ে মসজিদ হতে থুথু পরিষ্কার করা।

৩৯০. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رَوَى فِي وَجْهِهِ فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ فَقَالَ إِنْ أَحَدَكُمُ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ أَوْ إِنْ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَلَا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قَبْلَ قِبْلَتِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا .

৩৯০. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. একবার কেবলার দিকে (দেয়ালে) থুথু দেখলেন, এতে তিনি অসন্তুষ্ট হলেন এবং অসন্তুষ্টির চিহ্ন তাঁর চেহারায় প্রকাশ পেল। তিনি দাঁড়ালেন এবং হাত দিয়ে তা পরিষ্কার করলেন। তারপর তিনি বললেন, তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায় সে তার রবের সাথে কথা বলে। কিংবা (তিনি বলেছেন,) তার ও কেবলার মধ্যে আল্লাহ বিরাজমান থাকেন। কাজেই তোমাদের কারোর উচিত নয় কেবলার দিকে থুথু ফেলা। বরং তার উচিত বাঁয়ে অথবা পায়ের নীচে থুথু ফেলা। তারপর তিনি নিজের চাদরের খুঁট নিলেন এবং তাতে থুথু ফেলে রগড়ালেন এবং বললেন, কিংবা এরূপ করবে।

৩৯১. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ فَحَكَّهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَبْصُقُ قَبْلَ وَجْهِهِ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَبْلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى .

৩৯১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. একবার কেবলার দিকে দেয়ালে থুথু দেখে নিজে তা পরিষ্কার করলেন। তারপর লোকদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, তোমাদের কেউ যখন নামায পড়বে, সে যেন তার সামনের দিকে থুথু না ফেলে। কেননা নামাযের সময় আল্লাহ সুবহানাহু তার সামনে থাকেন।

৩৯২. عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ مُخَاطًا أَوْ بَصَاقًا أَوْ نُخَامَةً فَحَكَّهُ .

৩৯২. মুসলিম জননী আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. একবার কেবলার দিকে দেয়ালে শিকনি বা থুথু বা কফ দেখলেন এবং নিজের হাতে তা পরিষ্কার করলেন।

৩৪. অনুচ্ছেদ : কাঁকর দিয়ে মসজিদ হতে শিকনি পরিষ্কার করার বর্ণনা।

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, যদি ভূমি কাঁচা ময়লায় ওপর দিয়ে চলো, তাহলে পা ধুয়ে ফেল এবং ময়লা যদি শুষ্ক হয়, তাহলে ধুতে হবে না।

৩৯৩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ فَتَنَاولَ حَصَاةً فَحَكَّهَا فَقَالَ إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ قَبْلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى .

৩৯৩. আবু হুরাইরা ও আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, একবার রসূলুল্লাহ স. মসজিদের দেয়ালে কফ দেখে নিজে কাঁকর দিয়ে তা পরিষ্কার করলেন এবং বললেন, তোমাদের কেউ যেন তার সামনের দিকে কিংবা ডান দিকে কফ না ফেলে। যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে সে যেন বাঁ দিকে কিংবা বাঁ পায়ের নীচে থুথু ফেলে।

৩৫. অনুচ্ছেদ : নামাযের মধ্যে কেউ যেন ডান দিকে থুথু না ফেলে।

৩৯৪. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي حَائِطِ الْمَسْجِدِ فَتَنَاولَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَصَاةً فَحَثَّهَا ثُمَّ قَالَ إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ قَبْلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى .

৩৯৪. আবু হুরাইরা ও আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, নবী স. একবার মসজিদের দেয়ালে কফ দেখলেন এবং তিনি নিজে কাঁকর দিয়ে রগড়ে তা পরিষ্কার করলেন। তারপর তিনি বললেন, তোমাদের কেউ যেন তার সামনের দিকে বা ডান দিকে কফ না ফেলে। বরং সে যেন তার বাঁ দিকে অথবা বাঁ পায়ের নীচে থুথু ফেলে।

৩৯৫. عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَتَفَلَّنُ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ .

৩৯৫. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন তার সামনে বা ডানে থুথু না ফেলে। বরং সে যেন তার বাঁ দিকে অথবা বাঁ পায়ের নীচে থুথু ফেলে।

৩৬. অনুচ্ছেদ : যদি কারোর নামাযের মধ্যে থুথু ফেলার প্রয়োজন হয়, তাহলে সে যেন বাঁ দিকে অথবা বাঁ পায়ের নীচে থুথু ফেলে।

৩৯৬. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَاثِمًا يُنَاجِي رَبَّهُ فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ -

৩৯৬. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, মুমিন নামাযের মধ্যে তার প্রভুর সাথে কথা বলে। কাজেই সে যেন তার সামনে অথবা ডানে থুথু না ফেলে। বরং সে যেন তার বাঁয়ে অথবা পায়ের নীচে থুথু ফেলে। ১২

৩৯৭. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَبْصَرَ نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ ثُمَّ نَهَى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى .

৩৯৭. আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. একবার মসজিদের সামনে কফ দেখলেন। তিনি নিজেই সেটা কাঁকর দিয়ে রগড়ে পরিষ্কার করলেন। তারপর তিনি নিষেধ করলেন লোকদেরকে সামনে অথবা ডান দিকে থুথু ফেলতে। বরং বাঁ দিকে অথবা বাঁ পায়ের নীচে থুথু ফেলতে বললেন।

৩৭. অনুচ্ছেদ : মসজিদে থুথু ফেলার কাফকারা।

৩৯৮. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا .

৩৯৮. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, মসজিদে থুথু ফেলা গোনাহর কাজ এবং এর কাফকারা হলো ঢেকে দেয়া।

৩৮. অনুচ্ছেদ : মসজিদে কফ দাফন করার বর্ণনা।

৩৯৯. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَنْصُقُ أَمَامَهُ فَاثِمًا يُنَاجِي اللَّهَ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنْ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا وَلِيَنْصُقَ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ فَيَدْفِنُهَا .

৩৯৯. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ নামাযে দাঁড়াবে, সে যেন তার সামনে থুথু না ফেলে। কেননা যতক্ষণ সে নামাযে থাকে, আঙ্গাছর

১২. ইসলামের প্রথম পর্বায়ে নামাযের মধ্যে কথা বলা, থুথু ফেলা প্রভৃতি ছোট ছোট কাজগুলো জায়েয ছিল। পরে তা বাতিল হয়ে যায়।

সাথে কথা বলে। আর ডান দিকেও না। কেননা ডান দিকে ফেরেশতা থাকে। বরং বাঁ দিকে অথবা পায়ের নীচে থুথু ফেলবে। তারপর তা মাটি চাপা দিবে।

৩৯. অনুচ্ছেদ : কেউ থুথু ফেলতে বাধ্য হলে সে তা কাপড়ের খুঁটে নিয়ে নেবে।

৪০০. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ فَحَكَّهَا بِيَدِهِ وَرَأَى مِنْهُ كَرَاهِيَةً أَوْ رَأَى كَرَاهِيَتَهُ لِذَلِكَ وَشَدَّتْهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ، أَوْ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِبْلَتِهِ فَلَا يَبْرُقَنَّ فِي قِبْلَتِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ ثُمَّ أَخَذَا طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَرَقَ فِيهِ وَرَدَّ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ قَالَ أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا .

৪০০. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. একবার কেবলার দিকে কফ দেখলেন। তিনি সেটা হাত দিয়ে পরিষ্কার করলেন এবং এ কাজটিকে অপসন্দ করার দরুন তাঁর চেহারায়ে অসন্তুষ্টির ভাব প্রকাশ পেল। তিনি বললেন, তোমাদের কেউ নামায়ে দাঁড়ালে, সে তার প্রভুর সাথে কথা বলে অথবা তিনি বলেছেন, তার ও কেবলার মধ্যে আত্মাহ বিরাজমান থাকেন। কাজেই সে যেন কেবলার দিকে থুথু না ফেলে। বরং সে যেন বাঁ দিকে অথবা পায়ের নীচে থুথু ফেলে। তারপর তিনি তাঁর চাদরের খুঁট নিয়ে তাতে থুথু ফেলে রগড়ালেন এবং বললেন, কিংবা এরূপ করবে।

৪০. অনুচ্ছেদ : ইমামের লোকদেরকে নামায পরিপূর্ণ করার উপদেশ দেয়া এবং কেবলার বর্ণনা।

৪০১. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَاهُنَا فَوَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ خُشُوعُكُمْ وَلَا رُكُوعُكُمْ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي .

৪০১. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, তোমরা কি মনে কর আমার কেবলা এখানেই? আত্মাহর কসম, তোমাদের দীনতা, (সিজ্দা) তোমাদের রুকু কোনোটাই আমার কাছে গোপন নয়। আমি অবশ্যই তোমাদেরকে আমার পিছন দিক হতে দেখতে পাই।

৪০২. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ صَلَوةً ثُمَّ رَقِيَ الْمُنْبَرَّ فَقَالَ فِي الصَّلَاةِ وَفِي الرُّكُوعِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَائِي كَمَا أَرَاكُمْ .

৪০২. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. একবার আমাদেরকে নামায পড়ালেন। তারপর মিন্বারের উপর উঠলেন এবং নামায ও রুকু সম্পর্কে বললেন, অবশ্যই আমি তোমাদেরকে সামনের দিক হতে যে রূপ দেখি পিছনের দিক হতেও তদ্রূপ দেখি।

৪১. অনুচ্ছেদ : অমুক গোত্রের মসজিদ বলা জায়েয কিনা ?

৪০৩. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي أَضْمَرْتُ مِنَ الْحَفْيَاءِ وَأَمَدَهَا ثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تَضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ فِيمَنْ سَابَقَ بِهَا .

৪০৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. একবার ইযমার করা^{১৩} ঘোড়াগুলোর মধ্যে ‘হাফইয়া’ নামক স্থান হতে দৌড়ের প্রতিযোগিতা করেছিলেন। তার শেষ স্থান ছিল “সানিয়াতুল বিদা” এবং যে সকল ঘোড়ার ইযমার করা হয়নি, তাদেরকে সানিয়া হতে বনু যোরাইকের মসজিদ পর্যন্ত প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আর আবদুল্লাহ ইবনে উমরও এ প্রতিযোগীদের মধ্যে ছিলেন।

৪২. অনুচ্ছেদ : মসজিদে কোনো কিছু ভাগ করা এবং কাঁদি ঝুলানো। ইবরাহীম অর্থাৎ তাহমানেবের পুত্র সোহাইবের পুত্র আবদুল আযীয থেকে এবং তিনি আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আনাস) বলেন, একবার বাহরাইন হতে কিছু সম্পদ নবী স.-এর নিকট আসলো। তিনি (রসূল) বললেন, তোমরা এগুলো মসজিদে ঢেলে রাখ। এবার রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট সবচেয়ে বেশী সম্পদ এসেছিল। রসূলুল্লাহ স. নামাযের জন্য বের হলেন। কিন্তু সেদিকে দৃকপাত করলেন না। নামায শেষ করে এসে তিনি সম্পদের কাছে বসলেন এবং যাকে দেখলেন তাকে তা হতে কিছু না কিছু দিলেন। এমন সময় আক্বাস আসলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে কিছু দিন। কেননা আমি (বদরের যুদ্ধে বন্দী হয়ে) নিজের ও আকীলের^{১৪} মুক্তিপণ দিয়েছিলাম। রসূলুল্লাহ স. তাকে বললেন, নাও। তিনি আঁজলা ভরে ভরে কাপড়ে গাঠুরী বাঁধলেন। তারপর উঠাতে গিয়ে তা উঠাতে না পেরে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! কাউকে আদেশ করুন, আমাকে এটা তুলে দিতে। তিনি বললেন, না। আক্বাস বললেন, তাহলে আপনি তুলে দিন। তিনি বললেন, না। তারপর তিনি তা হতে কিছু রেখে দিলেন এবং পুনরায় তুলতে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! কাউকে আদেশ করুন তুলে দিতে। তিনি এবারও না বললেন। আক্বাস বললেন, তাহলে আপনি তুলে দিন। তিনি বললেন, না। তারপর তিনি তা হতে কিছু কম করে সেটি নিজের কাঁখে তুলে নিয়ে চলে গেলেন। রসূলুল্লাহ স. তার লোভ দেখে বিস্মিত হয়ে তার দিকে ডাকিয়ে রইলেন, যতক্ষণ না তিনি আমাদের চোখের আড়াল হলেন। রসূলুল্লাহ স. একটি দিরহাম অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত সেখান থেকে উঠলেন না।

৪৩. অনুচ্ছেদ : মসজিদে যাকে খাবার দাওয়াত দেয়া হলো এবং যিনি তা কবুল করলেন।

৪০৪. عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ وَجَدْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ نَاسٌ فَقُمْتُ فَقَالَ

১৩. দৌড় প্রতিযোগিতার জন্য ঘোড়াকে দ্রুতগামী করার উদ্দেশ্যে যে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তাকে ইযমার বলে।

১৪. আকীল হযরত আলীর ছোট ভাই।

لِي أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ قَوْمُوا
فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ.

৪০৪. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার নবী স.-কে মসজিদে দেখতে পেলাম। তাঁর সাথে কয়েকজন লোক ছিল। আমি দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে বললেন, আবু তালহা কি তোমাকে পাঠিয়েছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, খাবার জন্য? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি আশপাশের লোকদেরকে বললেন, ওঠ, তিনি চললেন, আর আমিও তাদের সম্মুখ দিয়ে রওনা হলাম।

৪৪. অনুচ্ছেদ : মসজিদে বিচার-আচার করা এবং পুরুষ ও নারীদের মধ্যে লেআন^{১৫} করানো।

৪০৫. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ
امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيْقَلُّهُ فَتَلَاعَنَّا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ.

৪০৫. সাহল ইবনে সাআদ রা. থেকে বর্ণিত। একজন লোক^{১৬} বললো, হে আল্লাহর রসূল! যদি কেউ তার স্ত্রীর সাথে ভিন পুরুষকে দেখে, তাহলে কি সে তাকে হত্যা করবে? তারা দুজন (স্বামী-স্ত্রী) মসজিদে লেআন করতে থাকলো এবং আমি (বর্ণনাকারী) তা প্রত্যক্ষ করলাম।

৪৫. অনুচ্ছেদ : কারোর বাড়ীতে গেলে যথাইচ্ছা সেখানে কিংবা যেখানে নির্দেশ দেয় সেখানে নামায পড়া উচিত। এ বিষয়ে বেশী যাঁচাই-বাছাই করা সমীচীন নয়।

৪০৬. عَنْ عِثْبَانَ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ آتَاهُ فِي مَنْزِلِهِ فَقَالَ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ
أُصَلِّيَ لَكَ مِنْ بَيْتِكَ قَالَ فَأَشْرَفْتُ لَهُ إِلَى مَكَانٍ فَكَبَّرَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَفَفْنَا
خَلْفَهُ فَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ.

৪০৬. ইতবান ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. একবার তার বাড়ীতে আসলেন এবং বললেন, ঘরের কোন্ জায়গায় তোমার জন্য নামায পড়া পছন্দ কর? তিনি বলেন, আমি তাঁর জন্য ইশারা করে দেখিয়ে দিলাম। নবী স. তাকবীর বললেন এবং আমরা তাঁর পিছনে কাতারবন্দী হলাম। তিনি দু রাকআত নামায পড়লেন।

৪৬. অনুচ্ছেদ : বাড়ীতে মসজিদ তৈরী করা। বারাতা ইবনে আযেব রা. বাড়ীর মসজিদে জামাআতের সাথে নামায পড়েছিলেন।

১৫. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে লেআন করার অর্থ হচ্ছে, তারা এতদ্ব্যতীত নিজের ওপর লানত বর্ষণ করবে, এই বলে—যদি আমি মিথ্যাবাদী হই তাহলে আল্লাহর লানত আমার ওপর পড়বে।—সম্পাদক

১৬. এই সাহাবী হচ্ছেন হযরত উমাইমির ইবনে আমের আল আজলানী অথবা হযরত হিলাল ইবনে উমাইয়া।—সম্পাদক

৪০৭. عَنْ عِثْبَانَ ابْنِ مَالِكٍ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنْ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَنْكَرْتُ بَصْرِي وَإِنَّا أَصْلَى لِقَوْمِي فَإِذَا كَانَتْ الْأَمْطَارُ سَأَلَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّيَ بِهِمْ وَوَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ تَأْتِينِي فَتُصَلِّيَ فِي بَيْتِي فَأُحْضِذَهُ مُصَلَّى قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ . قَالَ عِثْبَانُ فَعَدَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَذْنَتْ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حِينَ دَخَلَ الْبَيْتَ، ثُمَّ قَالَ آيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ قَالَ فَأَشْرَفْتُ لَهُ إِلَى نَاحِيَةِ مِنَ الْبَيْتِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَبَّرَ فَقُمْنَا فَصَفَفْنَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ قَالَ وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرَةٍ صَنَعْنَاهَا لَهُ قَالَ فَثَّابَ فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ نُو وَعَدَدَ فَاجْتَمَعُوا فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ آيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخَيْشِ أَوْ ابْنُ الدُّخَشْنِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقُلْ ذَلِكَ إِلَّا تَرَاهُ قَدْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَعْلَمَ قَالَ فَإِنَّا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِيحَتَهُ إِلَى الْمُنَافِقِينَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ .

৪০৭. ইতবান ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আনসার সাহাবীগণের অন্যতম। তিনি একবার রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার দৃষ্টিশক্তি কমে গেছে। অথচ আমি আমার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে নামায পড়াই। বৃষ্টির সময় আমার ও তাদের মধ্যকার উপত্যকা ভেসে যায়। ফলে আমি তাদের মসজিদে এসে নামায পড়াতে সক্ষম হই না। আমার ইচ্ছা, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমার বাড়ীতে এসে এক জায়গায় নামায পড়বেন এবং আমি সে জায়গাটি নামাযের জন্য ঠিক করে নেব। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. তাকে বললেন, ইনশাআল্লাহ আমি শীঘ্রই এরূপ করবো। ইতবান বলেন, পরদিন কিছু বেলা হলে রসূলুল্লাহ স. ও আবু বকর আমার এখানে আসলেন। রসূলুল্লাহ স. প্রবেশের অনুমতি চাইলে আমি তাঁকে অনুমতি দিলাম। ঘরে প্রবেশ করে তিনি না বসে বললেন, ঘরের কোন্ জায়গায় নামায পড়া তুমি পছন্দ করো? তিনি বলেন, আমি ঘরের একটি কোণ ইশারা করে দেখিয়ে দিলাম। রসূলুল্লাহ স. দাঁড়িয়ে তাকবীর বললেন, আমরা কাতার

করে দাঁড়ালাম। তিনি দু রাকআত নামায পড়লেন। তারপর সালাম ফিরালেন। তিনি (ইতবান) বলেন, আমরা তাঁর জন্য খাযীরাহ^{১৭} তৈরী করেছিলাম। সেজন্য তাঁকে কিছুক্ষণ আটকে রাখলাম। তিনি বলেন, এ সময় মহল্লার কিছু লোক ঘরে এসে জমা হলো। তাদের একজন বললো, মালেক ইবনে দাখাইশন (মতান্তরে ইবনে দুখশন) কোথায়? একজন জবাবে বললো, সে মুনাফিক। সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসে না। রসূলুল্লাহ স. বললেন, এরূপ বল না। তোমরা কি দেখো না সে ۝۱۱ ۝۱۰ ۝۹ অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই—একথা বলে এবং এর দ্বারা সে আল্লাহর সত্ত্বা পিতে চায়। সে বললো, আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভাল জানেন। সে আরও বললো, তবে আমরা মুনাফিকদের প্রতি তার বেশী টান ও কল্যাণাকাজক্ষা দেখি। রসূলুল্লাহ স. বললেন, যে ব্যক্তি ۝۱۱ ۝۱۰ ۝۹ (আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই) দ্বারা আল্লাহর সত্ত্বা পিতে চায় মহামহিম আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিয়েছেন।

৪৭. অনুচ্ছেদ : মসজিদে ডান দিকে হতে প্রবেশ করা এবং অন্যান্য কাজ ডান দিক হতে শুরু করা। ইবনে উমর মসজিদে প্রবেশ করার সময় প্রথমে ডান পা এবং বের হওয়ার সময় প্রথমে বাঁ পা রাখতেন।

৪০৮. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ يُحِبُّ التَّيْمُنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ فِي طَهْرِهِ وَتَرْجُلِهِ وَتَنْعَلِهِ -

৪০৮. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. যতদূর সম্ভব তাঁর প্রতিটি কাজ ডান দিক হতে শুরু করা পছন্দ করতেন। যেমন পবিত্রতা অর্জন করা, চুল আঁচড়ানো ও জুতা পায়ে দেয়া।

৪৮. অনুচ্ছেদ : জাহেলিয়াত যুগের মুশরিকদের কবরস্থান এবং সেখানে মসজিদ তৈরী করা কি জায়েয? কেননা নবী স. বলেছেন, ইয়াহুদদের ওপর আল্লাহর অভিলাষ। যেহেতু তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়েছে। কবরে নামায পড়া কি মাকরুহ? উমর ইবনে খাত্তাব আনাস ইবনে মালেককে কবরের পাশে নামায পড়তে দেখে বলেন, কবর, কবর। কিন্তু তিনি নামায পুনরায় পড়তে আদেশ করলেন না।

৪০৯. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ فَذَكَرَتَا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أَوْلَيْكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوِّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَ فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৪০৯. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। উম্মে হাবীবা ও উম্মে সালামা আবিসিনিয়ায় একটি গির্জা দেখেছিলেন। তাতে অনেকগুলো প্রতিমূর্তি ছিল। এ সম্পর্কে তারা নবী স.-এর

১৭. গোশত ছোট ছোট করে কেটে বা কীমা করে পানিতে সিদ্ধ করার পর তাতে আটা মিশিয়ে রান্না করলে খাযীরাহ তৈরী হয়।

নিকট বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন, তাদের কোনো সৎ ব্যক্তি মারা গেলে তারা তাদের কবরের ওপর মসজিদ তৈরী করতো এবং তাদের প্রতিমূর্তি নির্মাণ করে সেখানে রাখত। কিয়ামতের দিন এরা আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট জীব প্রমাণিত হবে।

৬১০. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ فَنَزَلَ أَعْلَى الْمَدِينَةِ فِي حَى يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَأَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى بَنِي النَّجَّارِ فَجَاءُوا مُتَقَلِّدِينَ السِّيُوفِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَبُو بَكْرٍ رِدْفُهُ وَمَلَاءَ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ حَتَّى أَلْقَى بِفَنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ حَيْثُ أَدْرَكَتُهُ الصَّلَاةُ وَيُصَلِّيَ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَأَنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَأَرْسَلَ إِلَى مَلَأٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ فَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونَنِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا قَالُوا لَا وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَقَالَ أَنَسُ فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ وَفِيهِ خَرْبٌ وَفِيهِ نَخْلٌ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَتُبِشَتْ ثُمَّ بِالْخَرْبِ فَسُوِّيتْ وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ الْحِجَارَةَ وَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ وَالنَّبِيُّ ﷺ مَعَهُمْ وَهُوَ يَقُولُ : اَللّٰهُمَّ لَا خَيْرَ اِلَّا خَيْرُ الْاٰخِرَةِ - فَاغْفِرْ لِلْاَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ.

৪১০. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. মদীনায় এসে, মদীনার উচ্চ অংশে বনু আমর ইবনে আওফ গোত্রে অবস্থান করলেন। নবী স. সেখানে চৌদ্দ দিন থাকলেন। তারপর তিনি বনু নাজ্জারকে ডেকে পাঠালেন, তারা ঝুলন্ত তরবারীসহ উপস্থিত হলো। আমি যেন এখনও দেখতে পাচ্ছি, নবী স. তাঁর বাহনের ওপর, আবু বকর তাঁর পিছনে এবং বনু নাজ্জারের দল তাঁর চারদিকে। অবশেষে তিনি আবু আইয়ুবের বাড়ীর প্রাঙ্গণে তাঁর জিনিসপত্র নামালেন। তিনি যেখানে নামাযের সময় হতো, সেখানেই নামায পড়া পছন্দ করতেন। তিনি ছাগল-ভেড়ার খোঁয়াড়ে নামায পড়তেন। তারপর তিনি মসজিদ তৈরী করার নির্দেশ দিলেন। তিনি বনু নাজ্জার প্রধানকে ডেকে বললেন, হে বনু নাজ্জার! তোমাদের এ বাগানটি আমার নিকট বিক্রি কর। তারা বললো, না, আল্লাহর কসম, আমরা একমাত্র মহামহিম আল্লাহর নিকট এর মূল্য চাই। আনাস রা. বলেন, তাতে কি ছিল? আমি তোমাদেরকে বলছি, তাতে মুশরিকদের কবর, পোড়া জমি এবং খেজুর গাছ ছিল। নবী স.-এর নির্দেশ মোতাবেক মুশরিকদের কবরগুলো খোঁড়া হলো। পোড়া জমিগুলো ঠিকঠাক করা হলো এবং খেজুর গাছগুলো কেটে ফেলা হলো। তারা খেজুর গাছের গুঁড়িগুলো মসজিদের কেবলার দিকে সারি করে পুঁতল এবং দরজার বাহ দুটি করলো পাথরের। তারা

জারি গাইতে গাইতে পাথর বহন করছিলেন। নবী স.-ও ছিলেন তাদের সাথে। তিনি বলছিলেন, “হে আল্লাহ! আখেরাতের কল্যাণ ছাড়া নেই কোনো কল্যাণ, আর ক্ষমা কর তাদের তুমি যারা মুহাজির আর আনসার।”

৪৯. অনুচ্ছেদ : ছাগল-ভেড়ার খোঁয়াড়ে নামায পড়ার বর্ণনা।

৪১১. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدُ يَقُولُ كَانَ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ .

৪১১. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. ছাগল-ভেড়ার খোঁয়াড়ে নামায পড়তেন। রাবী^{১৮} বলেন, তারপর আমি আনাসকে বলতে শুনেছি, নবী স. মসজিদ তৈরী হওয়ার পূর্বে ছাগল ও ভেড়ার খোঁয়াড়ে নামায পড়তেন।

৫০. অনুচ্ছেদ : উটের খোঁয়াড়ে নামায পড়ার বর্ণনা।

৪১২. عَنْ نَافِعٍ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ وَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَفْعَلُهُ .

৪১২. নাফে' রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমরকে উটের পাশে নামায পড়তে দেখেছি। তিনি (ইবনে উমর) বলেন, আমি দেখেছি, নবী স. এরূপ করতেন।

৫১. অনুচ্ছেদ : এমন ব্যক্তি যে চুলা, আতুন অথবা এমন জিনিস যার ইবাদত করা হয়, তাকে সামনে রেখে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নামায পড়লো। যুহরী র. বলেন, আনাস ইবনে মালেক রা. আমাকে খবর দিয়েছেন, নবী স. বলেছেন, নামায পড়া অবস্থায় আমার সামনে জাহান্নাম রাখা হলো।

৪১৩. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ أَرَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرْ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْطَعَ .

৪১৩. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার সূর্যগ্রহণ হলো এবং রসূলুল্লাহ স. নামায পড়লেন। তারপর তিনি বললেন, আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়েছে এবং আজকের মত ভয়াবহ দৃশ্য আমি ইতিপূর্বে কখনও দেখিনি।

৫২. অনুচ্ছেদ : মাথারে নামায পড়া মাকরুহ।

৪১৪. عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا .

৪১৪. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, তোমরা নিজেদের ঘরে নামায আদায় কর এবং তাকে কবর বানিয়ে না।

৫৩. অনুচ্ছেদ : ধ্বংস ও আযাবের জারগায় নামায পড়া ।

কথিত আছে, আলী রা. ব্যাবিলনের ধ্বংসস্থলের ওপর নামায পড়া মাকরুহ মনে করতেন ।

৬১৫. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُعَذِّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ لَا يُصِيبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ .

৪১৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত । রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, আযাব প্রাপ্ত লোকদের কবরস্থানেও যেও না । তবে কান্নারত অবস্থায় যেতে পার । যদি কাঁদতে না পার, তাহলে সেখানে যেও না । কেননা তাদের ওপর যে মুসিবত এসেছিল তোমাদের ওপর তা আসতে পারে ।

৫৪. অনুচ্ছেদ : গীর্জায় নামায পড়া । উমর রা. বলেন, আমরা তোমাদের গীর্জায় যাব না । কেননা সেখানে প্রতিমূর্তি রয়েছে । ইবনে আব্বাস রা. এমন গীর্জায় নামায পড়তেন যেখানে প্রতিমূর্তি থাকতো না ।

৬১৬. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَنِيْسَةً رَأَتْهَا بِأَرْضِ الْحَبْشَةِ يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ فَذَكَرَتْ لَهُ مَا رَأَتْ فِيهَا مِنَ الصُّورِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْلَيْكَ قَوْمٌ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ أَوْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورِ أَوْلَيْكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ .

৪১৬. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, উম্মে সালমা রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট আবিসিনিয়ার ম্যারি গীর্জার কথা বর্ণনা করলেন । তিনি সেখানে যে সকল প্রতিমূর্তি দেখেছিলেন তা উল্লেখ করেন । রসূলুল্লাহ স. বলেন, তাদের সম্প্রদায়ে যখন কোনো সৎলোক বা নেক বান্দাহ মারা যেত, তারা তার কবরকে মসজিদে পরিণত করতো এবং সেখানে তার প্রতিমূর্তি স্থাপন করা হতো । তারা আল্লাহর নিকট সৃষ্টির অধম ।

৫৫. অনুচ্ছেদ :

৬১৭. عَنْ عَائِشَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَا لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيْصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحْذَرُ مَا صَنَعُوا .

৪১৭. আয়েশা ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত । তাঁরা বলেন, রসূলুল্লাহ স.-এর মৃত্যু পীড়া শুরু হলে তিনি বারবার নিজের একটি চাদর তাঁর মুখমণ্ডলে টেনে

নিতেন। যখন খুব বেশী গরম অনুভব করতেন, তখন সেটি মুখ হতে সরিয়ে দিতেন। এ অবস্থায় তিনি বললেন, ইয়াহুদ ও খৃষ্টানদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত। কেননা তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। এই বলে তিনি (তার উম্মতকে) তাদের কর্ম সম্বন্ধে সতর্ক করেছিলেন।

৬১৮. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ .

৪১৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, আল্লাহ ইয়াহুদী সম্প্রদায়কে ধ্বংস করুক। কেননা তারা নিজেদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে।

৫৬. অনুচ্ছেদ : নবী স.-এর বাণী, আমার জন্য মাটিকে মসজিদ ও পাককারী বস্তুতে পরিণত করা হয়েছে।

৬১৯. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي، نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَإِيمًا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكْتُهُ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّ، وَأَحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ .

৪১৯. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় দেয়া হয়েছে, যা আমার পূর্বে কোনো নবীকে দেয়া হয়নি। (১) আমাকে এক মাসের রাস্তায় ভীতি দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। (২) আমার জন্য মাটিকে মসজিদ ও পাককারী বস্তু তৈরী করা হয়েছে। আমার উম্মতের যেখানেই নামাযের সময় হবে, সে যেন সেখানেই নামায পড়ে নেয়। (৩) আমার জন্য মালে গনীমত হালাল করা হয়েছে। (৪) আমার পূর্বে নবীদেরকে বিশেষভাবে তাঁদের সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করা হতো। কিন্তু আমাকে সমস্ত মানব জাতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। (৫) আমাকে সার্বজনীন সুপারিশ করার অধিকার দেয়া হয়েছে।

৫৭. অনুচ্ছেদ : মেয়েদের মসজিদে ঘুমানো।

৬২০. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ وَلِيدَةً كَانَتْ سَوْدَاءَ لِحَيٍّ مِنَ الْعَرَبِ فَأَعْتَقُوهَا فَكَانَ مَعَهُمْ قَالَتْ فَخَرَجَ صَبِيَّةٌ لَهُمْ عَلَيْهَا وَشَاحٌ أَحْمَرٌ مِنْ سَيُورٍ قَالَتْ فَوَضَعْتُهُ أَوْ وَقَعَتْ مِنْهَا فَمَرَّتْ بِهِ حُدَيَّةٌ وَهُوَ مُلْقَى فَحَسِبْتُهُ لَحْمًا فَخَطَفْتُهُ قَالَتْ فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ قَالَتْ فَاتَّهَمُونِي بِهِ قَالَ فَطَفِقُوا يُفْتَشُونَ حَتَّى فَتَّشُوا قُبُلَهَا قَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَقَائِمَةٌ مَعَهُمْ إِذَا مَرَّتِ الْحُدَيَّةُ فَالْقَتُهُ قَالَتْ فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ قَالَ فَقُلْتُ هَذَا

الَّذِي اتَّهَمْتُمُونِي بِهِ زَعَمْتُمْ وَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ وَهُوَ ذَا هُوَ قَالَتْ فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَسْلَمَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ حِفْشٌ قَالَتْ فَكَانَتْ تَأْتِينِي فَتَحَدِّثُ عِنْدِي قَالَتْ فَلَا تَجْلِسُ عِنْدِي مَجْلِسًا إِلَّا قَالَتْ : وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ تَحَايِبِ رَبِّنَا - إِلَّا أَنَّهُ مِنْ بَلَدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي : قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لَهَا مَا شَأْنُكَ لَا تَقْعُدِينَ مَعِيَ مَقْعَدًا إِلَّا قُلْتُ هَذَا قَالَتْ فَحَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ .

৪২০. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। এক আরব গোত্রের এক কাল দাসী ছিল। তারা তাকে আযাদ করে দিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে তাদের সাথে রয়ে গেল। সে বলে, একবার সে গোত্রের একটি মেয়ে লাল চামড়ার ওপর একটি জড়োয়া হার পরে বাইরে গেল। সে বলে, মেয়েটি তা খুলে রাখল কিংবা সেটি খুলে পড়ে গেল। একটা চিল ওড়ার সময় সেটাকে গোশতের টুকরো মনে করে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। সে বলে, তারা সেটা খোঁজ করলো। কিন্তু পেল না। না পেয়ে আমার ওপর দোষ চাপাল। সে বলে, তারা আমার দেহ তল্লাশী শুরু করলো। এমনকি আমার লজ্জাস্থান পর্যন্ত। আল্লাহর কসম আমি তাদের সাথে দাঁড়িয়ে ছিলাম এমন সময় চিলটি আসল এবং হারটি ফেলে দিল। সেটি তাদের মধ্যে পড়লো। সে বলে, আমি বললাম, আপনারা আমার ওপর দোষ চাপিয়ে দিলেন। অথচ আমি নির্দোষ ছিলাম। এই তো সে হারটি। আয়েশা রা. বলেন, সে রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করলো। তিনি বলেন, মসজিদে তাকে একটা তাঁবু বা ছোট ঘর দেয়া হয়েছিল। তিনি বলেন, সে আমার নিকট এসে কথাবার্তা বলতো। সে আমার নিকট আসলেই বলে উঠতো :

وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَايِبِ رَبِّنَا * - إِلَّا أَنَّهُ مِنْ بَلَدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي -

অর্থাৎ “জড়োয়া হারের ঘটনার দিনটি ছিল আমার রবের অলৌকিকত্বের অংশবিশেষ, তিনি আমাকে মুক্ত করে দিয়েছেন কুফরের রাজ্য হতে।” আয়েশা রা. বলেন, আমি একবার তাকে বললাম, কি ব্যাপার তুমি আমার নিকট বসলেই একথাটি বল ? তখনই সে আমার নিকট এ ঘটনাটি ব্যক্ত করলো।

৫৮. অনুচ্ছেদ : মসজিদে পুরুষদের নিদ্রা যাওয়া। আবু কেশাবা আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন, একবার উকল গোত্রের কিছু লোক নবী স.-এর নিকট এসে সুফফায় অবস্থান করেছিল। আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর রা. বলেন, আসহাবে সুফফা ফকীর ছিল।

٤٢١. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ وَهُوَ شَابٌّ أَعْرَبُ لَا أَهْلَ لَهُ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ .

৪২১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি নবী স.-এর মসজিদে ঘুমাতেন। অথচ তখন তিনি অবিবাহিত যুবক ছিলেন। তার কোন পরিবার-পরিজন ছিল না।

৬২২. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَجِدْ عَلَيْهَا فِي الْبَيْتِ فَقَالَ آيُنُ ابْنِ عَمِّكَ قَالَتْ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ فَعَاظَبَنِي فَخَرَجَ فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِإِنْسَانٍ أَنْظِرْ آيُنَ هُوَ ، فَجَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ فِي الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِقِّهِ وَأَصَابَهُ تُرَابٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُهُ عَنْهُ وَيَقُولُ قُمْ أَبَا تُرَابٍ، قُمْ أَبَا تُرَابٍ .

৪২২. সাহল ইবনে সা'দ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রসূলুল্লাহ স. ফাতেমার গৃহে এসে আলী রা.-কে না পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার চাচাত ভাই কোথায়? তিনি (ফাতেমা) বললেন, আমার ও তাঁর মধ্যে ঝগড়া হওয়ায় তিনি আমার ওপর রাগ করে বাইরে চলে গেছেন এবং দুপুরে আমার কাছে বিশ্রাম করেননি। তিনি (রসূল) একজনকে বললেন, দেখতো সে কোথায় গেল? লোকটি এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! তিনি মসজিদে ঘুমিয়ে আছেন। রসূলুল্লাহ স. এসে দেখলেন, তিনি মাটিতে শুয়ে আছেন এবং চাদরটি এক পাশ হতে পড়ে যাওয়ায় তার শরীরে ধূলা লেগেছে। রসূলুল্লাহ স. তার শরীর হতে ধূলা ঝাড়তে ঝাড়তে বলতে লাগলেন, “হে আবু তোরাব ওঠ! হে আবু তোরাব ওঠ।”^{১৯}

৬২৩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ إِلَّا إِزَارٌ وَإِمَّا كِسَاءٌ قَدْ رِبَطُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةً أَنْ تَرَى عَوْرَتَهُ .

৪২৩. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সত্তরজন আসহাবে সুফ্ফা দেখেছি। তাদের কারোর পূর্ণ চাদর ছিল না। কারোর হয় তহবন্দ কিংবা ছোট চাদর থাকতো। সেটি তারা গলায় বেঁধে রাখত। তার কোনোটা তাদের হাঁটুর অর্ধেক পর্যন্ত এবং কোনোটা গোড়ালী পর্যন্ত। আর তারা হাত দিয়ে সেটি ধরে রাখতো, পাছে বেপর্দা না হতে হয়।

৫৯. অনুচ্ছেদ : সফর হতে ফিরে আসার পর নামায পড়া। কা'ব ইবনে মালেক বলেন, নবী স. সফর হতে ফিরে আসলে প্রথমে মসজিদে যেতেন এবং সেখানে নামায পড়তেন।

৬২৪. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ مِسْعَرٌ أَرَاهُ قَالَ ضَحَى فَقَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دِينَ فَقَضَانِي وَزَادَنِي .

৪২৪. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-এর নিকট আসলাম। তখন তিনি মসজিদে ছিলেন। রাবী মিসআর বলেন, আমার মনে হয়,

১৯. আবুন অর্থ বাপ। তোরাব অর্থ মাটি। আবু তোরাব অর্থ মাটির বাপ। রসূলুল্লাহ স.-এর এ স্নানোৎসবের পর এটি হযরত আলী রা.-এর উপাধিতে পরিণত হয়।

(আমার ওপরের রাবী মুহারেব বলেছেন,) তখন চাশতের সময় ছিল। কাজেই তিনি (রসূল) বললেন, দু'রাকআত নামায পড়ে নাও। আমি তাঁর নিকট কিছু টাকা পেতাম। তিনি সেটা আদায় করে দিলেন। বরং কিছু বেশী দিলেন।

৬০. অনুচ্ছেদ : কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে বসার আগে সে যেন দু'রাকআত নামায পড়ে নেয়।

৬০. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ.

৪২৫. আবু কাতাদা সালমী রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে, বসার আগে সে যেন দু'রাকআত নামায পড়ে নেয়।

৬১. অনুচ্ছেদ : মসজিদে বে-অযু হওয়া।

৬১. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ تَقُولُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ .

৪২৬. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, তোমাদের কেউ নামায পড়ার পর মুসাল্লায় যতক্ষণ সে অযুসহ অবস্থান করে ততক্ষণ ফেরেশতারা দোয়া করতে থাকে। ফেরেশতারা বলে, “হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করো, হে আল্লাহ! তার ওপর রহম কর।”

৬২. অনুচ্ছেদ : মসজিদ তৈরী করা। আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেছেন, মসজিদে নববীর ছাদ খেজুর গাছের ডালের তৈরী ছিল। উমর রা. মসজিদ তৈরীর হুকুম দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, আমার ইচ্ছা মানুষকে বৃষ্টি থেকে বাঁচানো। কিন্তু তোমাদের উচিত সবুজ বা লাল রঙের কারুকার্য না করা। কেননা এতে লোকদের ফেতনায় পড়ার আশংকা রয়েছে। আনাস রা. বলেন, উমরের উক্তির উদ্দেশ্য হলো, তারা এ বিষয়ে নিজেদের মধ্যে গর্ব ও অহঙ্কার করে বেড়াবে এবং খুব কম লোক আন্তরিকতার সাথে মসজিদ তৈরী করার কাজে হাত দিবে। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, উদ্দেশ্য হলো, তোমরা নিসন্দেহে ইয়াহুদী ও নাসারাদের গীর্জার মত নিজেদের মসজিদ কারুকার্যচিহ্নিত করবে না।

৬২. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَبْنِيًّا بِاللِّبْنِ وَسَقْفُهُ الْجَرِيدُ وَعُمْدُهُ خَشَبُ النَّخْلِ فَلَمْ يَزِدْ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ شَيْئًا وَزَادَ فِيهِ عُمَرُ وَبَنَاهُ عَلَى بُنْيَانِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِاللِّبْنِ وَالْجَرِيدِ وَأَعَادَ عُمْدَهُ خَشَبًا ثُمَّ غَيَّرَهُ عُثْمَانُ فَرَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرَةً وَبَنَى جِدَارَهُ

بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ وَالْقَصَّةِ وَجَعَلَ عُمْدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ وَسَقَفَهُ
بِالسَّاجِ .

৪২৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স.-এর যুগে মসজিদ (দেয়াল) ছিল কাঁচা ইটের তৈরী। ছাদ ছিল খেজুর গাছের ডাল এবং খুঁটি ছিল খেজুর গাছের গুড়ি। আবু বকর রা. এর ওপর বৃদ্ধি করেননি, বৃদ্ধি করেন উমর। রসূলুল্লাহ স.-এর যুগে তা যেমন কাঁচা ইট ও খেজুর ডাল দিয়ে তৈরী করা হয়েছিল, তিনি তদ্রূপ তা পুনর্নির্মাণ করেন এবং খুঁটিগুলো পাশ্টে দেন। তারপর উসমান তা বহুলাংশে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করেন। তিনি খুদাই করা পাথর ও চুনা দিয়ে তার দেয়াল পুনর্নির্মাণ করেন। তিনি খুঁটি দিয়েছিলেন খুদাই করা পাথরের এবং ছাদ দিয়েছিলেন সেগুন কাঠের।

৬৩. অনুচ্ছেদ : মসজিদ তৈরী করার কাজে একে অপরকে সাহায্য করা। আল্লাহর বাণী : “মুশরিকদের মসজিদ নির্মাণ করা শোভা পায় না।”

٤٢٨. عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ وَلِابْنِهِ عَلِيُّ انْطَلَقَا إِلَى أَبِي سَعِيدٍ فَاسْمَعَا مِنْ حَدِيثِهِ فَانْطَلَقْنَا فَإِذَا هُوَ فِي حَائِطٍ يُصْلِحُهُ فَآخَذَ رِدْأَهُ فَاحْتَبَى ثُمَّ انْشَأَ يُحَدِّثُنَا حَتَّى أَتَى عَلَى ذِكْرِ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ كُنَّا نَحْمِلُ لَبْنَةً لَبْنَةً وَعَمَّارٌ لِبِنَتَيْنِ لِبِنَتَيْنِ فَرَأَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَجَعَلَ فَيَنْفُضُ التُّرَابَ عَنْهُ وَيَقُولُ وَيَحْ عَمَّارُ تَقْتُلُهُ الْفِتْنَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُوْنَهُ إِلَى النَّارِ قَالَ يَقُولُ عَمَّارُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ .

৪২৮. ইকরামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার ইবনে আব্বাস আমাকে ও তার ছেলে আলীকে বললেন, যাও আবু সাঈদের নিকট তার হাদীস শোনার জন্য। আমরা তার নিকট গিয়ে দেখি, তিনি বাগান ঠিক করছেন। তিনি আমাদেরকে দেখে তার চাদরখানি তুলে নিয়ে গায়ে দিলেন এবং হাদীস বর্ণনা করতে শুরু করলেন। তিনি মসজিদে নববী নির্মাণ প্রসঙ্গে বললেন, আমরা প্রত্যেকে একটা একটা করে ইট বইছিলাম, কিন্তু আমাদের দু'টো করে ইট বইছিলেন। নবী স. তাকে দেখে তার শরীর হতে ধূলা ঝেড়ে দিতে লাগলেন এবং বলতে থাকলেন, হায় একটা বিদ্রোহী দল আমাদেরকে হত্যা করবে! অথচ সে তাদেরকে জান্নাতের দিকে ডাকতে থাকবে এবং তারা তাকে ডাকতে থাকবে জাহান্নামের দিকে। তিনি (আবু সাঈদ) বলেন, আমরা বলতেন, اعوذ بالله من الفتن “হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ফেতনা হতে বাঁচাও।”

৬৪. অনুচ্ছেদ : মসজিদ ও মিন্বরের কাঠের ব্যাপারে মিস্রি ও কারিগরের নিকট সাহায্য চাওয়া।

٤٢٩. عَنْ سَهْلِ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى امْرَأَةٍ مَرِيٍّ غُلَامِكَ النَّجَّارَ يَعْمَلُ لِيْ اَعْوَادًا اَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ .

৪২৯. সাহল রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. জনৈকা স্ত্রীলোককে ডেকে পাঠান এবং বলেন, তুমি তোমার মিস্ত্রি ক্রীতদাসকে হুকুম দাও যে যেন আমার কিছু কাঠ মেরামত করে দেয়, যার ওপর আমি বসতে পারি।

৪৩০. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَجْعَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ فَإِنِ لِي غُلَامًا نَجَّارًا قَالَ إِنِ شِئْتَ فَعَمَلْتَ الْمُنْبَرِ.

৪৩০. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। জনৈকা স্ত্রীলোক বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমি কি আপনার জন্য কিছু জিনিস তৈরী করে দিতে পারি, যার ওপর আপনি বসবেন? কেননা আমার একজন ক্রীতদাস মিস্ত্রি আছে। তিনি বললেন, তোমার ইচ্ছা হলে সে একটি মিস্ত্রির তৈরী করে দিক।

৬৫. অনুচ্ছেদ : এমন ব্যক্তি যে মসজিদ তৈরী করলো।

৪৩১. عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ يَقُولُ عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيهِ حِينَ بَنَى مَسْجِدَ الرَّسُولِ ﷺ إِنَّكُمْ أَكْثَرْتُمْ وَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا قَالَ بُكَيْرٌ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ يَبْتَغِي بِهِ وَجَهَ اللَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ.

৪৩১. উসমান ইবনে আফ্ফান রা. থেকে বর্ণিত। যখন তিনি রসূলুল্লাহ স.-এর মসজিদ পুনর্নির্মাণ করেন, তখন লোকেরা তাঁর সমালোচনা করে। সমালোচকদের জবাবে তিনি বলেন, তোমরা অনেক কিছু বললে। কিন্তু আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মসজিদ তৈরী করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে অনুরূপ একটি ঘর তৈরী করে দেবেন। বর্ণনাকারী বুকাইর বলেন, “আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য” শব্দ ক’টি (তাঁর পূর্ববর্তী রাবী আসেম) তাঁকে বলেছিলেন বলে মনে হয়।

৬৬. অনুচ্ছেদ : মসজিদের মধ্য দিয়ে চলার সময় যেন তীরের ফলা ধরে থাকে।

৪৩২. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ مَرَّ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ سِهَامٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا.

৪৩২. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন লোক সাথে তীর নিয়ে মসজিদে আসলো। রসূলুল্লাহ স. তাকে বললেন, তীরের ফলাগুলো মুঠো করে ধর।

৬৭. অনুচ্ছেদ : মসজিদে কিভাবে চলাফেরা করা উচিত।

৪৩৩. عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ مَرَّفَى شَيْءٌ مِّنْ مُّسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا يَنْبَلُ فَلْيَأْخُذْ عَلَى نِصَالِهَا لَا يَغْفِرَ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا.

৪৩৩. আবু মুসা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, যে ব্যক্তি তীর সহ আমাদের মসজিদে অথবা বাজার অতিক্রম করে সে যেন তার ফলা ধরে রাখে। যাতে সে নিজ হাতে কোনো মুসলমানকে আঘাত না করে।

৬৮. অনুচ্ছেদ : মসজিদে কবিতা পড়া ।

৬২৬. عَنْ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ يَسْتَشْهِدُ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّهُ شَدَّكَ اللَّهُ هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ يَا حَسَّانُ أَجِبْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ أَيْدُهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَعَمْ .

৪৩৪. হাসসান ইবনে সাবেত আনসারী রা. থেকে বর্ণিত । তিনি আল্লাহর কসম খেয়ে আবু হুরাইরাহকে সাক্ষ্য দিতে বলেন যে, আপনি রসূলুল্লাহ স.-কে একথা বলতে শুনেছেন কি ? “হে হাসসান, তুমি রসূলুল্লাহর পক্ষ থেকে উত্তর দাও । হে আল্লাহ, তুমি তাকে জি বরাইল দ্বারা সাহায্য করো ।” আবু হুরাইরা রা. বলেন, হ্যাঁ ।

৬৯. অনুচ্ছেদ : বর্ষা-বল্লম সহ মসজিদে প্রবেশ করা ।

৬২৫. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا عَلَى بَابِ حُجْرَتِي وَالْحَبِشَةُ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَرْنِي بِرِدَائِهِ أَنْظُرُ إِلَى لَعِبِهِمْ زَادَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَالْحَبِشَةُ يَلْعَبُونَ بِحَرَابِهِمْ .

৪৩৫. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি একদিন রসূলুল্লাহ স.-কে আমার ঘরের দরজায় দেখলাম । তখন হাবশীরা মসজিদে খেলা করছিল । রসূলুল্লাহ স. আমাকে চাদর দিয়ে আড়াল করছিলেন । আর আমি তাদের খেলা দেখছিলাম । অপর এক বর্ণনায় আয়েশা রা. বলেন, আমি নবী স.-কে দেখলাম, যখন হাবশীরা বর্ষা-বল্লম নিয়ে খেলা করছিল ।

৭০. অনুচ্ছেদ : মসজিদের মিম্বরের ওপর কেনা-বেচা ।

৬২৬. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَتَتْهَا بَرِيرَةُ تَسْأَلُهَا فِي كِتَابَتِهَا فَقَالَتْ إِنْ شِئْتُ أُعْطِيتُ أَهْلَكَ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِي وَقَالَ أَهْلُهَا إِنْ شِئْتُ أُعْطِيتُهَا مَا بَقِيَ، وَقَالَ سَفِيَانُ مَرَّةً إِنْ شِئْتُ أَعْتَقْتُهَا وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لَنَا ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَتْهُ ذَلِكَ فَقَالَ ابْتِاعِيهَا فَأَعْتَقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَقَالَ سَفِيَانُ مَرَّةً فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ .

৪৩৬. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরাহ তার কিতাবাত^{২০} সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আমার নিকট আসে। আমি বললাম, যদি তুমি চাও, তাহলে আমি তোমার মূল্য তোমার মনিবকে দিয়ে দিতে পারি এবং তোমাকে আযাদ করে দিতে পারি। তবে অভিভাবকত্বের^{২১} হক আমার থাকবে। তার মনিব (আয়েশাকে) বললো, যদি আপনি চান তাহলে অবশিষ্ট পাওনা^{২২} অর্থ তাকে (বারীরাহ) দিতে পারেন। (বর্ণনাকারী) সুফিয়ান মাঝে-মধ্যে বলতেন, যদি আপনি চান, তাহলে তাকে আযাদ করতে পারেন, তবে অভিভাবকত্বের হক আমাদের থাকবে। রসূলুল্লাহ স. আসলে আমি তাঁকে ব্যাপারটি বললাম। তিনি বলেন, তুমি তাকে কিনে নিয়ে আযাদ করে দাও। কেননা অভিভাবকত্বের হক তার, যে আযাদ করে দেয়। এরপর রসূলুল্লাহ স. মিসরের ওপর দাঁড়ালেন। বর্ণনাকারী সুফিয়ান মাঝে-মধ্যে বলতেন, রসূলুল্লাহ স. মিসরের ওপর উঠলেন এবং বললেন, লোকদের কি হয়েছে, তারা এমন শর্ত আরোপ করে যা আল্লাহর কিতাবে পাওয়া যায় না। যদি কেউ কিতাবুল্লাহর বাইরে শর্ত আরোপ করে, তাহলে সে কোনো অংশ পাবে না, যদি সে একশটি শর্তও আরোপ করে।

৭১. অনুচ্ছেদ : মসজিদের মধ্যে লেন-দেনের তাগাদা করা।

৬৩৭. عَنْ كَعْبٍ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنُ أَبِي حَزْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سَجْفَ حُجْرَتِهِ فَنَادَى يَا كَعْبُ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَيْ الشُّطْرَ، قَالَ لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ قُمْ فَأَقْضِهِ.

৪৩৭. কা'ব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি একবার মসজিদের মধ্যে ইবনে আবু হাদরাদের নিকট তার পাওনা কড়ি চাইলেন। এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে খুব উচ্চবাচ্চা হলো। এমনকি রসূলুল্লাহ স. ঘর থেকে তাদের শব্দ শুনে ঘরের পরদা সরিয়ে বাইরে চলে আসলেন। আর ডাক দিয়ে বললেন, হে কা'ব! কা'ব উত্তর করলো, উপস্থিত, হে আল্লাহর রসূল! তিনি (রসূল) বললেন, তোমার ঋণ কিছু ছেড়ে দাও এবং হাত দিয়ে ইশারা করলেন অর্ধেক। কা'ব বললো, হে আল্লাহর রসূল! তাই করলাম। তিনি (রসূল) ইবনে আবু হাদরাদকে বললেন, যাও, অবশিষ্ট ঋণ আদায় কর।

২০. ক্রীতদাস তার দাসত্ব মোচনের জন্য মালিককে সীমিত কিস্তিতে মুক্তিপণ দেবার যে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদী চুক্তি করে তাকে কিতাবাত বলা হয়।

২১. যে ব্যক্তি ক্রীতদাসকে আযাদ করে, ইসলামী শরীআত অনুযায়ী সে হয় তার ওলী বা অভিভাবক। ক্রীতদাসী আযাদ হবার পর সামাজিক জীবন যাপনের ক্ষেত্রে নানান অসুবিধার সম্মুখীন হতো। তাই তাদের নিরাপত্তার খাতিরে মুক্তিদাতাকে তাদের ওলী বানিয়ে দেয়া হয়। তাদের মৃত্যুর পর মুক্তিদাতারাই তাদের মীরাস লাভ করে।

২২. বারীরাহর সাথে তাঁর মালিকের চুক্তি হয়, ৯ বছরে ৯ কিস্তিতে তিনি তাঁর মুক্তিপণ আদায় করবেন। এর মধ্যে ৪ কিস্তি তিনি আদায় করেছিলেন এবং পাঁচটি কিস্তির অর্থ বাকি ছিল।

৭২. অনুচ্ছেদ : মসজিদ ঝাড়ু দেয়া এবং কাট-কুটো ও অন্যান্য ময়লা তোলা ।

৪৩৮. ৬৩৮. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ أَوْ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَ يَقُمُ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ فَسَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ قَالَ أَفَلَا كُنْتُمْ أَنْتُمْؤُنِي بِهِ دُلُونِي عَلَى قَبْرِهِ أَوْ قَالَ قَبْرَهَا فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا .

৪৩৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, একজন হাবশী পুরুষ বা নারী মসজিদ ঝাড়ু দিতো । সে মারা গেল । একদিন নবী স. তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন । লোকেরা বললো, সে মারা গেছে । তিনি বললেন, “তোমরা কেন আমাকে খবর দাওনি ? আমাকে তার কবর দেখিয়ে দাও ।” তিনি তার কবরের কাছে গিয়ে নামায পড়লেন ।

৭৩. অনুচ্ছেদ : মদের ব্যবসা হারাম হওয়ার কথা মসজিদে গিয়ে বলা ।

৪৩৯. ৬৩৯. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا أُنْزِلَ الْآيَاتُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرَّبَا خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَرَّمَ تِجَارَةَ الْخَمْرِ .

৪৩৯. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, সূরা আল বাকারার সুদ সম্পর্কীয় আয়াত অবতীর্ণ হলে নবী স. মসজিদে গিয়ে তা লোকদের পড়ে শুনালেন । তারপর তিনি মদের ব্যবসা হারাম করে দিলেন ।

৭৪. অনুচ্ছেদ : মসজিদের জন্য খাদেম নিযুক্ত করা । ইবনে আব্বাস রা. বলেন, “হে রব! আমার পেটের সন্তানকে তোমার খাতিরে তোমার মসজিদের জন্য স্বাধীনভাবে উৎসর্গ করলাম”—সূরা আলে ইমরান : ৩৫-এর অর্থ হলো সে মসজিদের সেবা করবে ।

৪৪০. ৬৪০. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً أَوْ رَجُلًا كَانَ تَقُمُ الْمَسْجِدَ وَلَا أَرَاهُ إِلَّا امْرَأَةً فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى قَبْرِهَا .

৪৪০. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, একজন পুরুষ বা নারী মসজিদ ঝাড়ু দিতো । আমার মনে হয়, সে নারী ছিল । তারপর তিনি (আবু হুরাইরা) নবী স.-এর কথা বর্ণনা করলেন যে, তিনি (রসূল) তার কবরের ওপর নামায পড়লেন ।

৭৫. অনুচ্ছেদ : কয়েদী ও ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে মসজিদে বেঁধে রাখা ।

৪৪১. ৬৪১. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنْ عِفْرِيئًا مِّنَ الْجِنِّ تَقَلَّتْ عَلَى الْبَارِحَةِ أَوْ كَلِمَةً نَّحْوَهَا لِيَقْطَعَ عَلَى الصَّلَاةِ فَأَمْكَنْتَنِي اللَّهُ مِنْهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِّنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ رَبِّ هَبْ لِي مَلَكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي قَالَ رَوْحُ فَرَدَّهُ خَاسِئًا .

৪৪১. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, গত রাতে একটা অব্যাহত জ্বিন আমার নিকট আসে। অথবা এরূপ কোনো বাক্য তিনি বলেছেন। উদ্দেশ্য ছিল আমার নামায নষ্ট করা। কিন্তু আব্বাহ আমাকে তার ওপর জরী করেছেন। আমি তাকে মসজিদের একটি খুঁটির সাথে বাঁধতে চাইলাম। যাতে তোমরা তাকে সকালে দেখতে পাও। কিন্তু আমার ভাই সুলাইমানের কথা মনে পড়লো। رَبِّ هَبْ لِي مَلَكًا لَا يُنَبِّئُنِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي। “হে রব! আমাকে এমন রাজত্ব দাও, আমার পর আর কেউ যার অধিকারী হবে না।”-সূরা সাদঃ ৩৫ বর্ণনাকারী রাওহা বলেন, তারপর তিনি তাকে অপমানিত করে ছেড়ে দেন।

৭৬. অনুচ্ছেদ : ইসলাম গ্রহণ করার পর গোসল করা ও মসজিদে কয়েদী বাঁধার বর্ণনা। তরাইহ^{২৩} ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে মসজিদের খুঁটিতে বাঁধার হুকুম দিতেন।

৪৪২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْلًا قَبْلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِّنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِّنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ فَأَنْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِّنَ الْمَسْجِدِ فَأَغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.

৪৪২. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. এক রাতে কতক অশ্বারোহীকে নজদের দিকে প্রেরণ করেন। তারা হানীফা গোত্রের সামামা ইবনে উসাল নামে একজন লোককে ধরে আনলো। লোকেরা তাকে মসজিদের একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখলো। তারপর নবী স. তার কাছে আসলেন। তিনি বললেন, সামামাকে ছেড়ে দাও। ছাড়া পেয়ে সে মসজিদের নিকটবর্তী একটি খেজুর গাছের দিকে গেল। তারপর গোসল করে মসজিদে প্রবেশ করলো এবং বললো : اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ। অর্থঃ “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আব্বাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ স. তাঁর রসূল।”

৭৭. অনুচ্ছেদ : মসজিদে রোগী ও অন্যদের জন্য তাঁবু তৈরী করা।

৪৪৩. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فِي الْأَكْحَلِ فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ فَلَمْ يَرْعُهُمْ وَفِي الْمَسْجِدِ خَيْمَةٌ مِّنْ بَنِي غِفَارٍ إِلَّا الدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ فَقَالُوا يَا أَهْلَ الْخَيْمَةِ مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ فَإِذَا سَعْدٌ يَغْدُو جُرْحُهُ دَمًا فَمَاتَ فِيهَا .

৪৪৩. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধে সা'দের হাতের শিরায় আঘাত লেগেছিল। নবী স. তার জন্য মসজিদে একটা তাঁবু তৈরী করলেন, যাতে কাছ থেকে সেবা-যত্ন করা যায়। মসজিদে বনু গিফারের একটা তাঁবু ছিল। তাদের দিকে রক্ত প্রবাহিত হয়ে আসতে দেখে তারা বললো, হে তাঁবুবাসী! এটা আমাদের দিকে তোমাদের

২৩. তরাইহ ছিলেন হযরত উমর রা.-এর খেলাফত আমলের বিশিষ্ট কাযী।

তরফ থেকে কি আসছে ; হঠাৎ দেখা গেল সা'দের যখম হতে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে । তিনি এতেই মারা গেলেন ।

৭৮. অনুচ্ছেদ : প্রয়োজনে মসজিদে উট বাঁধার বর্ণনা । ইবনে আব্বাস রা. বলেন, নবী স. উটের ওপর বসে তাওয়াফ করেন ।

৪৪৬. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنِّي أَشْتَكِي قَالَ طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مُسْطُورٍ .

৪৪৪. উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট নিজের অসুস্থতার অভিযোগ করলাম । তিনি বললেন, তুমি উটে চড়ে লোকদের নিকট হতে দূরে থেকে তাওয়াফ কর । আমি তাওয়াফ করলাম এবং (তখন) রসূলুল্লাহ স. কা'বা গৃহের একপ্রান্তে সূরা তুর পড়ে নামায পড়ছিলেন ।

৭৯. অনুচ্ছেদ : ২৪

৪৪৫. عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ أَحَدُهُمَا عَبَادُ بْنُ بَشِيرٍ وَأَحْسِبُ الثَّانِي أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ وَمَعَهُمَا مِثْلُ الْمِصْبَاحَيْنِ يُضِيئَانِ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا فَلَمَّا افْتَرَقَا صَارَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدٌ حَتَّى أَتَى أَهْلَهُ .

৪৪৫. আনাস রা. থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী স.-এর দুজন সাহাবী অন্ধকার রাতে তাঁর নিকট হতে বের হয়ে যান । তাদের একজন ইবাদ ইবনে বিশর এবং আমার মনে হয় অন্যজন উসাইদ ইবনে হুজাইর ছিলেন । তাদের সাথে প্রদীপের মত দুটি আলো তাদেরকে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল । তারা একে অপর হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরও তাদের বাড়ী পৌছা পর্যন্ত প্রত্যেকের সাথে একটি করে আলো ছিল ।

৮০. অনুচ্ছেদ : মসজিদে জানালা ও পথ রাখা ।

৪৪৬. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ خَيْرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللَّهِ فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي مَا يُبْكِي هَذَا الشَّيْخَ إِنْ يَكُنِ اللَّهُ خَيْرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ الْعَبْدُ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا قَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ لَا تَبْكُ إِنَّ أَمَّنَ النَّاسِ عَلَى فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ وَلَوْ

كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَّاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ وَلَكِنَّ أَخُوهُ الْإِسْلَامَ وَمَوَدَّتُهُ لَا يَبْقَيْنَ فِي الْمَسْجِدِ بَابُ إِلَّا سُدَّ إِلَّا بَابُ أَبِي بَكْرٍ .

৪৪৬. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. একদিন খুতবা দিতে গিয়ে বললেন, মহান আল্লাহ তাঁর একজন বান্দাকে দুনিয়ার সকল নেয়ামত ও আল্লাহর নিকট যা আছে, দুয়ের মধ্যে একটি বেছে নেয়ার অধিকার দিয়েছেন। আর সে আল্লাহর নিকট যা আছে সেটি গ্রহণ করেছে। একথা শুনে আবু বকর কাঁদলেন। আমি মনে মনে বললাম, এ বৃদ্ধটি কেন কাঁদে? যদি আল্লাহ তার কোনো বান্দাকে দুনিয়ার সকল নেয়ামত ও আল্লাহর নিকট যা আছে, দুয়ের মধ্যে একটি বেছে নেয়ার অধিকার দিয়ে থাকেন এবং সে মহান আল্লাহর নিকট যা আছে তা গ্রহণ করে থাকে, তাহলে এতে কাঁদার কি আছে? পরে বুঝলাম, রসূলুল্লাহ স. হলেন সেই বান্দাটি। আর আবু বকর ছিলেন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী। তিনি বললেন, হে আবু বকর! কেঁদো না। নিশ্চয়ই সাহচর্য ও অর্থের দিক হতে আবু বকর আমার প্রতি সবচেয়ে বেশি ইহসান করেছে। যদি আমি আমার উম্মতের মধ্য হতে কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম, তাহলে অবশ্যই আবু বকরকে গ্রহণ করতাম। তবে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ আমাদের জন্য যথেষ্ট। (আজ হতে) আবু বকরের দরযা ছাড়া মসজিদের সব দরযা বন্ধ করে দেয়া হোক। ২৫

٤٤٧. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ عَاصِبًا رَأْسَهُ بِخَرْقَةٍ فَقَعَدَ عَلَى الْمُنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَمَّنَ عَلَى فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ مِنْ أَبِي بَكْرٍ بِنِ أَبِي قُحَافَةَ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنَ النَّاسِ خَلِيلًا لَّاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا وَلَكِنَّ خُلَّةَ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ سُدُّوا عَنِّي كُلَّ خَوْخَةٍ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرَ خَوْخَةِ أَبِي بَكْرٍ .

৪৪৭. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. যে রোগে মারা যান, সেই রোগের সময় একবার তিনি মাথায় পটি বেঁধে বাইরে আসলেন। আর মিশরে বসে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করার পর বললেন, লোকদের মধ্যে আবু বকর ইবনে আবু কুহাফার চেয়ে বেশী কেউ জ্ঞান ও মালের দিক দিয়ে আমার প্রতি ইহসান করেনি। যদি আমি লোকদের মধ্যে কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম, তাহলে অবশ্যই আবু বকরকে গ্রহণ করতাম। কিন্তু ইসলামের বন্ধুত্বই শ্রেয়। (আজ হতে) এ মসজিদের আবু বকরের খিড়কী-দরযা ছাড়া সব খিড়কী-দরযা বন্ধ করে দাও।

২৫. এখানে দরযা দ্বারা ছোট দরযা বা খিড়কী বুঝানো হয়েছে। এর দ্বারা তিনি হযরত আবু বকরের নামাযের ইমামতী বা পরবর্তী সময় তাঁর খেলাফতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন বলে মনে করা হয়। অবশ্য রসূলুল্লাহ স. হযরত আলীর সম্বন্ধে এক্রপ উক্তি করেছিলেন বলে বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাদাতা বদরুদ্দীন আইনী তাঁর এখে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু উক্ত হাদীসটির তুলনায় বুখারী বর্ণিত এ হাদীসটি অনেক বেশী শক্তিশালী ও সহীহ। অতএব হাদীস দুটির মধ্যে কোনো স্বিরোধিতা নেই।

৮১. অনুচ্ছেদ : কা'বা এবং মসজিদে দরযা রাখা ও তা বন্ধ করা। ইমাম বুখারী র. বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ র. বলেছেন, সুফিয়ান ইবনে জুরাইজ র. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে আবু মুলাইকা র. আমাকে বলেছেন, হে আবদুল মালেক! যদি তুমি ইবনে আব্বাসের মসজিদগুলো ও তার দরযা দেখতে।

৪৪৮. عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدِمَ مَكَّةَ فَدَعَا عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ فَفَتَحَ الْبَابَ فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَبِلَالٌ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ ثُمَّ أَغْلَقَ الْبَابَ فَلَبِثَ فِيهِ سَاعَةً ثُمَّ خَرَحُوا قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَبَدَرْتُ فَسَأَلْتُ بِلَالَ فَقَالَ صَلَّى فِيهِ فَقُلْتُ فِي أَيِّ فَقَالَ بَيْنَ الْأُسْطُوأَتَيْنِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَذَهَبَ عَلَيَّ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى.

৪৪৮. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. মক্কায় এসে উসমান ইবনে তালহাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি কা'বার দরযা খুলে দিলেন। নবী স. প্রবেশ করলেন এবং বেলাল, উসামা ইবনে যায়েদ ও উসমান ইবনে তালহা তাঁর সাথে রইলেন। তারপর দরযা বন্ধ করে দেয়া হলো। তিনি সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করলেন। তারপর তারা বাইরে আসলেন। ইবনে উমর বলেন, আমি দ্রুত গেলাম এবং বেলালকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তিনি [রসূলুল্লাহ স.] ভিতরে নামায পড়েছেন। আমি বললাম, কোথায়? তিনি বললেন, দু স্তম্ভের মাঝখানে। ইবনে উমর আরও বলেন, তিনি কয় রাকআত নামায পড়েছিলেন, একথা আমি বেলালকে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি।

৮২. অনুচ্ছেদ : মুশরিকদের মসজিদে প্রবেশ করা।

৪৪৯. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْلًا قَبِلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِّنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ فَرَيْطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِّنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ.

৪৪৯. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রসূলুল্লাহ স. নজদের দিকে কিছু অশ্বারোহী প্রেরণ করেন। তারা সামামা ইবনে উসাল নামে হানীফা গোত্রের এক লোককে ধরে এনে মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে রাখল।

৮৩. অনুচ্ছেদ : মসজিদে উচ্চস্বরে কথা বলা।

৪৫০. عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ كُنْتُ قَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ فَحَصَبَنِي رَجُلٌ فَتَنَزَّلْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ أَذْهَبَ فَاتَتْنِي بِهِذَيْنِ فَجِئْتُهُ بِهِمَا فَقَالَ مِمَّنْ أَنْتُمَا أَوْ مِنْ أَيْنَ أَنْتُمَا قَالَا مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ قَالَ لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ لَوَجَعْتُكُمَا تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

৪৫০. সায়েব ইবনে ইয়াযীদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার মসজিদে দাঁড়িয়েছিলাম। এমন সময় একজন আমাকে কাঁকর ছুঁড়ে মারল। চেয়ে দেখি উমর ইবনে খাত্তাব। তিনি বললেন, যাও এবং এ দুজনকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাদেরকে তাঁর কাছে নিয়ে আসলাম। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কোন্ গোত্রের বা কোন্ জায়গার? তারা বললো, আমরা তায়েফের অধিবাসী। তিনি বললেন, যদি তোমরা এ শহরের অধিবাসী হতে, তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে শান্তি দিতাম। কেননা তোমরা রসূলুল্লাহ স.-এর মসজিদে উচ্চ স্বরে কথা বলেছো।

৪৫১. عَنْ كَعْبِ ابْنِ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنُ أَبِي حَزْرٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ اصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ وَنَادَى يَا كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشُّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ قَالَ كَعْبٌ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُمْ فَأَقْضِهِ .

৪৫১. কা'ব ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ স.-এর আমলে মসজিদের মধ্যে ইবনে আবু হাদরাদের নিকট তার পাওনা কড়ি চাওয়ায় তাদের কথাবার্তার শব্দ উচ্চ হলো। এমনকি রসূলুল্লাহ স. ঘর থেকে তা শুনেতে পেলেন। কাজেই তিনি ঘরের পর্দা সরিয়ে তাদের কাছে আসলেন এবং কা'বকে ডাক দিলেন। কা'ব বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি উপস্থিত। তিনি হাত দিয়ে অর্ধেক ঋণ ছেড়ে দিতে ইশারা করলেন। কা'ব বললেন, হে আল্লাহর রসূল! তাই করলাম। রসূলুল্লাহ স. ইবনে আবু হাদরাদকে বললেন, যাও বাকী ঋণ আদায় কর।

৮৪. অনুচ্ছেদ : মসজিদে গোল হয়ে বসা।

৪৫২. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ مَا تَرَى فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ قَالَ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتَرًا فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِهِ .

৪৫২. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একবার একটি লোক নবী স. মিন্বরের উপর থাকাকালীন তাঁকে রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বললেন, দু রাকআত, দু রাকআত। কিন্তু তোমাদের কারো সকাল হওয়ার আশংকা হলে, আরও এক রাকআত পড়বে। সেই রাকআতটি তার নামাযকে বিতরে (বিজোড়) পরিণত করে দেবে। ইবনে উমর বলতেন, তোমরা রাতের শেষ নামাযকে বিতরের নামাযে পরিণত কর। কেননা নবী স. এরূপ হুকুম দিয়েছেন।

৬৫৩. عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ فَقَالَ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ تُؤْتِرُهُ لَكَ مَا قَدْ صَلَّيْتَ قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَجُلًا نَادَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ .

৪৫৩. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। একবার নবী স. খুতবা দিচ্ছিলেন, এমন সময় একজন লোক তাঁর কাছে আসলো এবং বললো, রাতের নামায কিভাবে পড়তে হবে। তিনি বললেন, দু রাকআত, দু রাকআত। আর যদি সকাল হওয়ার আশংকা দেখা দেয়, তাহলে আরও এক রাকআত পড়বে। সেই রাকআতটি তোমার বাকী নামাযকে বিতরে (বিজোড়) পরিণত করবে। আর এক বর্ণনায় এরূপ পাওয়া যায় যে, ইবনে উমর রা. বলেন, একজন লোক নবী স.-কে মসজিদে থাকাকালীন ডাক দিলো।

৬৫৪. عَنْ أَبِي وَقْدٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلَ نَفَرٌ ثَلَاثَةٌ فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَذَهَبَ وَاحِدٌ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فَرْجَةً فِي الْحَلَقَةِ فَجَلَسَ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَذْبَرَ ذَاهِبًا فَلَمَّا قَرَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِلَّا أَخْبِرْكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ، أَمَّا أَحَدُهُمْ فَلَوَّى إِلَى اللَّهِ فَأَوَاهُ اللَّهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ .

৪৫৪. আবু ওয়াকেদুল লাইসী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রসূলুল্লাহ স.-মসজিদে অবস্থান কালে তিনজন লোক আসলো। তাদের দুজন রসূলুল্লাহ স.-এর দিকে অগ্রসর হলো এবং অন্যজন চলে গেল। তাদের দুজনের একজন হালকার (বৃত্ত) মধ্যে স্থান সংকুলান হওয়ায় সেখানে বসে গেল, অপরজন পিছনে বসলো এবং তৃতীয়জন পিঠটান দিলো। রসূলুল্লাহ স. ওয়ায শেষ করে বললেন, আমি কি তোমাদের তিনজনের অবস্থা বর্ণনা করবো না? একজন আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইলো। আল্লাহ তাকে আশ্রয় দিলেন। অন্যজন লজ্জাবোধ করলো, আল্লাহও তাকে লজ্জা করলেন। তৃতীয়জন মুখ ফিরিয়ে নিলো। আল্লাহও তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

৮৫. অনুচ্ছেদ : মসজিদে চিত্ত হয়ে শোয়া।

৬৫৫. عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَأَضِيعًا أَحَدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْآخَرَى وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ كَانَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ يَفْعَلَانِ ذَلِكَ .

৪৫৫. আব্বাদ ইবনে তামীম রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার চাচা রসূলুল্লাহ স.-কে মসজিদে এক পায়ে ওপর অন্য পা রেখে চিত হয়ে শোয়া অবস্থায় দেখেন। বর্ণনান্তরে উমর ও উসমানও এরূপ করতেন।

৮৬. অনুচ্ছেদ ৪ মসজিদ যদি রাস্তার ওপর নির্মিত হয়ে থাকে এবং তাতে লোকদের ক্ষতি না হয় তাহলে কোনো আপত্তি নেই। হাসান বসরী, আইয়ুব ও মালেকের রহ.-এর এ মত।

৪৫২. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَىَّ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَرَفِي النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً، ثُمَّ بَدَأَ لِأَبِي بَكْرٍ فَأَبْتَنَى مَسْجِدًا بِفَنَاءِ دَارِهِ فَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَقِفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاءُ هُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا بَكَّاءً لَا يَمْلِكُ عَيْنِيهِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ .

৪৫৬. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার জ্ঞান হওয়ার পর হতে আমি আমার পিতা-মাতাকে দীনের (ইসলাম) আনুগত্য করতে দেখেছি। এমন কোনো দিন যায়নি যেদিন রসূলুল্লাহ স. সকাল বিকাল আমাদের বাসায় আসেননি। তারপর কি হলো, আবু বকর তার বাড়ীর প্রাঙ্গণে একটি মসজিদ তৈরী করে সেখানে নামায ও কুরআন পড়তে লাগলেন। যেখানে মুশরিকদের ছেলে-মেয়ে জড় হয়ে আশ্চর্য হয়ে তাঁকে দেখত। আবু বকর একজন কোমল হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। তিনি কুরআন পাঠের সময় না কেঁদে থাকতে পারতেন না। এ ঘটনা সম্ভ্রান্ত কুরাইশদেরকে সম্ভ্রান্ত করে তুললো (পাছে সবাই মুসলমান না হয়ে যায়)।

৮৭. অনুচ্ছেদ ৪ বাজারের মসজিদে নামায পড়া। ইবনে আওন র. ঘরের মসজিদে নামায পড়তেন বার দরজা বন্ধ করা হতো।

৪৫৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ صَلَاةُ الْجَمِيعِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوْقِهِ خُمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً فَإِنْ أَحَدُكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءِ وَآتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهَا بِهَا خَطِيئَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ تَحْبِسُهُ وَتُصَلِّي الْمَلَائِكَةُ عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمَهُ مَا لَمْ يُؤْذِ يُحْدِثْ فِيهِ.

৪৫৭. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, জামাআতের নামায ঘরের ও বাজারের নামাযের তুলনায় (সওয়াবের দিক থেকে) পঁচিশগুণ অধিক মর্যাদার

অধিকারী। কেননা তোমাদের যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অযু করার পর একমাত্র নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদে আসে, আল্লাহ তার প্রতি কদমে একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং একটি গুনাহ ক্ষমা করে দেন। তার মসজিদে প্রবেশ করা পর্যন্ত এ অবস্থা চলতে থাকে। মসজিদে প্রবেশ করার পর, যতক্ষণ সেখানে অবস্থান করে তাকে নামাযের মধ্যে शामिल করা হয় এবং যতক্ষণ সে নামাযের জায়গায় থাকে, ফেরেশতারা তার জন্য তার বে-অযু না হওয়া অবধি দোয়া করে। দোয়াটি এই :

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ -

“হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা কর। হে আল্লাহ! তার প্রতি রহম কর।”

৮৮. অনুচ্ছেদ : মসজিদ ও মসজিদের বাইরে আঙুলের সাহায্যে পাঞ্জা কষা।

৪৫৮. عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَوْ ابْنِ عَمْرِو قَالَ شَبَّكَ النَّبِيُّ ﷺ أَصَابِعَهُ وَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي فَلَمْ أَحْفَظْهُ فَقَوْمُهُ لِي وَاقِدٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي وَهُوَ يَقُولُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو كَيْفَ بِكَ إِذَا بَقِيتَ فِي حُتَابَةٍ مِنَ النَّاسِ بِهَذَا.

৪৫৮. ইবনে উমর অথবা ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. তাঁর হাতের আঙুলগুলো একটার মধ্যে আর একটা প্রবেশ করিয়ে দিয়ে পাঞ্জা কষেছিলেন। বর্ণনাস্তরে রসূলুল্লাহ স. বলেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ! যখন তুমি অসং ব্যক্তিদের মধ্যে থাকবে, তখন তোমার অবস্থা কি হবে ?

৪৫৯. عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ.

৪৫৯. আবু মুসা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, একজন মুসলমান আর একজন মুসলমানের জন্য ইমারত স্বরূপ। তারা একে অপরকে শক্তিশালী করে। এই বলে তিনি নিজের আঙুলগুলো একটার মধ্যে আর একটা প্রবেশ করিয়ে পাঞ্জা কষলেন।

৪৬০. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعِشَاءِ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ قَدْ سَمَّاهَا أَبُو هُرَيْرَةَ وَلَكِنْ نَسِيتُ أَنَا قَالَ فَصَلَّى بِنَا رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَأَتَاكَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضَبَانُ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَوَضَعَ خَدَّهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَخَرَجَتْ السَّرْعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالُوا قَصُرَتِ الصَّلَاةُ وَفِي

الْقَوْمَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَاهُ أَنْ يُكَلِّمَاهُ ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طَوْلٌ يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْسَيْتَ أَمْ قُصِرَتِ الصَّلَاةُ قَالَ لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرَ فَقَالَ أَكْمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالُوا نَعَمْ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ فَرَبَّمَا سَأَلُوهُ ثُمَّ سَلَّمَ فَيَقُولُ نُبِئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ .

৪৬০. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. একবার আমাদেরকে যোহর বা আসরের কোনো একটি নামায পড়ালেন। ইবনে সীরীন র. (বর্ণনাকারী) বলেন, আবু হুরাইরা রা. তার নাম বলেছিলেন। কিন্তু আমি তা ভুলে গেছি। আবু হুরাইরা রা. বলেন, তিনি আমাদেরকে দু'রাকআত নামায পড়িয়ে সালাম ফিরালেন। তারপর তিনি মসজিদে ফেলে রাখা একটি কাঠের কাছে গিয়ে তাতে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন। মনে হলো তিনি রাগান্বিত। (সে সময় তিনি) নিজের ডান হাত বাঁ হাতের ওপর রেখে পাজা কষলেন এবং নিজের বাঁ হাতের তালুর পৃষ্ঠভাগ ডান দিকের গণ্ডদেশে রাখলেন। তুরাপ্রবণ লোকেরা মসজিদের দরযা হতে বের হয়ে গিয়েছিল। সাহাবীগণ বললেন, নামায কি কম করা হয়েছে? লোকদের মধ্যে আবু বকর ও উমর ছিলেন। কিন্তু তারা তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করতে ভয় পাচ্ছিলেন। লোকদের মধ্যে দীর্ঘ হাত বিশিষ্ট একজন ছিলেন। তাঁকে “যুল ইয়াদাইন” (দীর্ঘহাত বিশিষ্ট) বলা হতো। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি ভুলে গেছেন, না নামায কম করা হয়েছে? তিনি বললেন, (আমার ধারণা অনুযায়ী) আমি ভুলে যাইনি এবং নামায কম করা হয়নি। তিনি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন; “যুল ইয়াদাইন” যা বলছে তা কি ঠিক? লোকেরা বললো, জী হ্যাঁ। তারপর তিনি অগ্রসর হয়ে ছুটে যাওয়া নামায সমাধা করে সালাম ফিরালেন। তারপর তাকবীর বলে পূর্বের সিজদার মতো কিংবা তার চেয়ে দীর্ঘ সিজদা করলেন। তারপর মাথা তুললেন এবং তাকবীর বললেন। তারপর তাকবীর বলে পূর্বের ন্যায় কিংবা তার চেয়ে দীর্ঘ সিজদা করলেন। তারপর তিনি মাথা তুলে তাকবীর বললেন। এরপর লোকেরা ইবনে সীরীনকে জিজ্ঞেস করলো, তারপর কি তিনি সালাম ফিরিয়েছিলেন? তিনি বলেন, ইমরান ইবনে হোসাইন আমাকে খবর দিয়েছেন যে, তারপর তিনি সালাম ফিরিয়েছিলেন।

৮৯. অনুচ্ছেদ : মদীনার রাস্তায় অবস্থিত মসজিদগুলো এবং যে সকল স্থানে নবী স. নামায পড়েছেন।

٤٦١. عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ يَتَحَرَّى أَمَاكِنَ مِنَ الطَّرِيقِ فَيُصَلِّي فِيهَا، وَيُحَدِّثُ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُصَلِّي فِيهَا، وَأَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي فِي تِلْكَ الْأَمْكَنَةِ قَالَ وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي تِلْكَ الْأَمْكَنَةِ وَسَأَلْتُ

سَالِمًا فَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا وَافِقًا نَافِيًا فِي الْأَمَكَةِ كُلِّهَا إِلَّا أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي مَسْجِدٍ بِشَرْفِ الرُّوحَاءِ.

৪৬১. সালেম ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি রাস্তায় কিছু জায়গা অনুসন্ধান করে সেখানে নামায পড়তেন। তিনি বলতেন, তাঁর পিতা এসব জায়গায় নামায পড়তেন এবং তিনি নবী স.-কে এসব জায়গায় নামায পড়তে দেখেছেন। বর্ণনান্তরে, ইবনে উমর এসব জায়গায় নামায পড়তেন। রাবী বলেন, আমি সালেমকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করায় তিনি নাফে'র বর্ণনার সাথে একমত্য প্রকাশ করেন। তবে রাওহার উচ্চস্থানে অবস্থিত মসজিদটি সম্পর্কে তাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

৬৭২. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ آخِرُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حِينَ يَغْتَمِرُ وَفِي حَجَّتِهِ حِينَ حَاتَتْ سَمُرَةَ فِي مَوْضِعِ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ، وَكَانَ إِذَا رَجَعَ مِنْ غَزَاةٍ وَكَانَ فِي تِلْكَ الطَّرِيقِ أَوْ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ هَبَطَ مِنْ بَطْنٍ وَادٍ، فَإِذَا ظَهَرَ نَبْطَنٍ وَادٍ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي عَلَى شَفِيرِ الْوَادِي الشَّرْقِيَّةِ فَعَرَّسَ ثُمَّ حَتَّى يُصْبِحَ لَيْسَ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِحِجَارَةٍ وَلَا عَلَى الْأَكَمَةِ الَّتِي عَلَيْهَا الْمَسْجِدُ كَانَ ثُمَّ خَلِيجُ يُصَلِّي عَبْدُ اللَّهِ عِنْدَهُ فِي بَطْنِهِ كُنْتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ يُصَلِّي فِدْحًا فِيهِ السَّيْلُ بِالْبَطْحَاءِ حَتَّى دُفِنَ ذَلِكَ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي فِيهِ،

وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى حَيْثُ الْمَسْجِدِ الصَّغِيرِ الَّذِي دُونَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِشَرْفِ الرُّوحَاءِ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَعْلَمُ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ صَلَّى فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ ثُمَّ عَنْ يَمِينِكَ حِينَ تَقُومُ فِي الْمَسْجِدِ تُصَلِّي، وَذَلِكَ الْمَسْجِدُ عَلَى حَاثَةِ لَطْرِيقِ الْيَمْنَى وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ رَمِيَّةٌ بِحَجَرٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ،

وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي فِي الْعِرْقِ الَّذِي عِنْدَ مُنْصَرَفِ الرُّوحَاءِ، وَذَلِكَ الْعِرْقُ أَنْتَهَاءُ طَرَفُهُ عَلَى حَاثَةِ الطَّرِيقِ دُونَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُنْصَرَفِ وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ وَقَدْ ابْتَنَى ثُمَّ مَسْجِدٌ فَلَمْ يَكُنْ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ كَانَ يَتْرُكُهُ عَنْ يَسَارِهِ وَوَرَاءَهُ وَيُصَلِّي أَمَامَهُ إِلَى الْعِرْقِ نَفْسِهِ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَرُوحُ مِنَ الرُّوحَاءِ فَلَا يُصَلِّي الظُّهْرَ حَتَّى

يَأْتِي ذَلِكَ الْمَكَانَ فَيُصَلِّي فِيهِ الظُّهْرَ وَإِذَا أَقْبَلَ مِنْ مَكَّةَ فَإِنْ مَرَّ بِهِ قَبْلَ الصُّبْحِ بِسَاعَةٍ أَوْ مِنْ آخِرِ السَّحَرِ عَرَسَ حَتَّى يُصَلِّيَ بِهَا الصُّبْحَ ،
وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ تَحْتَ سَرَحَةٍ ضَخْمَةٍ دُونَ الرُّوَيْثَةِ
عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ وَوَجَاهِ الطَّرِيقِ فِي مَكَانٍ بَطْحٍ سَهْلٍ حَتَّى يُفْضِيَ مِنْ أَكْمَةِ
دُوَيْنَ بَرِيدِ الرُّوَيْثَةِ بِمَيْلَيْنِ، وَقَدْ انْكَسَرَ أَعْلَاهَا فَأَتَتْهُ فِي جَوْفِهَا وَهِيَ قَائِمَةٌ
عَلَى سَاقٍ وَفِي سَاقِهَا كُتُبٌ كَثِيرَةٌ

وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي طَرَفِ تَلْعَةٍ مِنْ وِزَاءِ الْعَرَجِ
وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى هَضْبَةٍ عِنْدَ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ قَبْرَانِ أَوْ ثَلَاثَةٍ : عَلَى الْقُبُورِ
رَضَمٌ مِّنْ جِبَارَةٍ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ عِنْدَ سَلَمَاتِ الطَّرِيقِ بَيْنَ أُولَئِكَ السَّلَمَاتِ
كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَرُوحُ مِنَ الْعَرَجِ بَعْدَ أَنْ تَمِيلَ الشَّمْسُ بِالْهَاجِرَةِ فَيُصَلِّي الظُّهْرَ
فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ،

وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَزَلَ عِنْدَ سَرَحَاتٍ عَنْ يَسَارِ
الطَّرِيقِ فِي مَسِيلٍ دُونَ هَرَشِي ذَلِكَ الْمَسِيلِ لَا صِقُ بُكَرَاعٍ هَرَشِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ
الطَّرِيقِ قَرِيبٌ مِّنْ غُلُوةٍ ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يُصَلِّي إِلَى سَرَحَةٍ هِيَ أَقْرَبُ
السَّرَحَاتِ إِلَى الطَّرِيقِ وَهِيَ أَطْوَلُهُنَّ،

وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ فِي الْمَسِيلِ الَّذِي فِي
أَدْنَى مَرِّ الظُّهْرَانِ قَبْلَ الْمَدِينَةِ حِينَ تَهْبِطُ مِنَ الصُّفْرَاوَاتِ يَنْزِلُ فِي بَطْنِ ذَلِكَ
الْمَسِيلِ عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ لَيْسَ بَيْنَ مَنْزِلِ رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ إِلَّا رَمِيَةٌ بِحَجَرٍ،

وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ بِذِي طُوًى وَيَبِيتُ حَتَّى
يُصْبِحَ يُصَلِّي الصُّبْحَ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ وَمُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ عَلَى أَكْمَةِ
غُلَيْظَةٍ لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي بَنَى ثُمَّ وَلَكِنْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَكْمَةِ
غُلَيْظَةٍ،

وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَقْبَلَ فُرْضَتِي الْجَبَلِ الَّذِي بَيْنَهُ
وَبَيْنَ الْجَبَلِ الطَّوِيلِ نَحْوَ الْكَعْبَةِ فَجَعَلَ الْمَسْجِدَ الَّذِي بَنَى ثُمَّ يَسَارَ الْمَسْجِدِ

بَطْرَفِ الْأَكْمَةِ وَمُصَلَّى النَّبِيِّ ﷺ أَسْفَلَ مِنْهُ عَلَى الْأَكْمَةِ السَّوْدَاءِ تَدْعُ مِنَ الْأَكْمَةِ عَشْرَةَ أَذْرُعٍ أَوْ نَحْوَهَا ثُمَّ تُصَلِّي مُسْتَقْبِلَ الْفُرْصَتَيْنِ مِنَ الْجَبَلِ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ .

৪৬২. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. উমরাহ কিংবা হজ্জের সময় যুল হলাইফার যেখানে এখন মসজিদ আছে সেখানে একটি বাবলা গাছের নীচে অবতরণ করতেন। আর জিহাদ হতে প্রত্যাবর্তনের সময় উক্ত রাস্তায় অবস্থানকালে অথবা হজ্জ ও উমরাহ হতে ফিরে আসার সময় উপত্যকার মধ্যভাগে নামতেন। তারপর উপত্যকার মধ্যভাগ হতে উপরের দিকে আসার সময় উপত্যকার পূর্বপ্রান্তে বাতহা নামক স্থানে উট বাঁধতেন এবং ভোর পর্যন্ত সেখানে বিশ্রাম নিতেন। এ স্থানটি পাথর নির্মিত মসজিদ অথবা টিলার ওপর নির্মিত মসজিদের নিকট নয়। সেখানে একটি ঝরণা ছিল। তার পাশে আবদুল্লাহ নামায পড়তেন। তার অভ্যন্তরে কতকগুলো বালুর স্তূপ ছিল। রসূলুল্লাহ স. সেখানে নামায পড়তেন। তারপর সেখানে বাতহার দিক হতে শ্রোত প্রবাহিত হয়ে আসে। এমন কি আবদুল্লাহ যেখানে নামায পড়তেন, সে স্থানটি নিমজ্জিত করে ফেলে।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. নাফে'কে বলেছেন, নবী স. সেই ছোট মসজিদে নামায পড়েছিলেন, যেটি তার নিকটে রাওহার উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত। নবী স. যে স্থানে নামায পড়েছিলেন, আবদুল্লাহ তা জানতেন। তিনি বলতেন, সেটি তোমার ডানদিকে, যখন তুমি মসজিদে নামায পড়তে দাঁড়াবে। আর এ মসজিদটি রাস্তার দক্ষিণপ্রান্তে তোমার মক্কা যাওয়ার পথে পড়ে। তার ও জামে মসজিদের মাঝখানে পাথরের চিহ্ন বিদ্যমান, কিংবা এর কাছাকাছি।

ইবনে উমর রা. রাওহার শেষপ্রান্তে অবস্থিত সেই খুদে পাহাড়টির কাছে নামায পড়তেন, যার প্রান্ত শেষ হয়েছে রাস্তার পাশে। সেই মসজিদটির নিকট যেটা তোমার মক্কা যাওয়ার পথে এ পাহাড় ও মোড়ের মাঝখানে পড়ে। সেখানে আর একটি মসজিদ তৈরী হয়েছিল। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে উমর তাতে নামায পড়তেন না। বরং সেটাকে তিনি পিছনে বাঁ দিকে রাখতেন। তিনি এ মসজিদটির সম্মুখ ভাগ অতিক্রম করে, পাহাড়টি সামনে রেখে নামায পড়তেন। আবদুল্লাহ রাওহা হতে সকালে রওনা হয়ে এখানে না আসা পর্যন্ত যোহরের নামায পড়তেন না। এখানে এসেই যোহর নামায পড়তেন। আর মক্কা হতে আসার পথে ভোরের এক ঘণ্টা আগে কিংবা রাতের শেষ ভাগে এ পথ দিয়ে যেতেন এবং সেখানে নেমে ফজরের নামায পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন।

আবদুল্লাহ রা. আরও বর্ণনা করেন, নবী স. রুআইসার নিকটে রাস্তার ডান দিকে রাস্তা সংলগ্ন প্রশস্ত সমতল ভূমিতে একটি বিরাট গাছের নীচে অবতরণ করতেন এবং রুআইসার ডাকঘরের দু মাইল নিম্ন দিকে অবস্থিত টিলার পাশ দিয়ে তিনি বের হয়ে যেতেন। গাছটির ওপরের অংশ বর্তমানে ভেঙে গিয়ে তার ভিতরে ঢুকে গেছে। কিন্তু গাছটি তা সত্ত্বেও তার কাণ্ডের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার গোড়ায় বালির অনেকগুলো টিবি রয়েছে।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. আরও বর্ণনা করেছেন, মালভূমির দিকে যাওয়ার পথে 'আরজ' পার হয়ে যে টিলাটি রয়েছে, তার শেষ ভাগে নবী স. নামায পড়েছিলেন। সেই

মসজিদটির কাছে দু'তিনটি কবর রয়েছে এবং কবরগুলোর ওপর পাথরের স্তূপ রয়েছে। সেগুলো রাস্তার ডান দিকে রাস্তার পার্শ্বস্থ সালামা গাছগুলোর নিকট অবস্থিত। দুপুরের পর সূর্য যখন ঢলে পড়তো, তখন আবদুল্লাহ আরজের দিক হতে ঐ গাছগুলোর মধ্য দিয়ে যেতেন এবং মসজিদে যোহরের নামায পড়তেন।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. আরও বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ স. হাবশার অদূরে নিম্নভূমিতে রাস্তার বাঁ দিকে বৃক্ষরাজির নিকট অবতরণ করেন। ঐ নিম্নভূমিটি হারশ শ্রান্ত সংলগ্ন এবং ভাঙ্গ ও রাস্তার মধ্যে এক তীর নিক্ষেপের ব্যবধান। এ গাছগুলোর মধ্যে যে গাছটি রাস্তার সবচেয়ে নিকটবর্তী ছিল, আবদুল্লাহ তার দিকে মুখ করে নামায পড়েন। সেটি ছিল সবচেয়ে লম্বা।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. আরও বলেন, নবী স. মারকুয-যাহরান উপত্যকার যে অংশটি মদীনার কাছে তার নিম্নভূমিতে অবতরণ করেছিলেন, যখন তিনি সাফরাআত হতে নীচের দিকে নামতেন। এটা সেই নিম্নভূমির তলদেশে যেটা তোমার মক্কা যাওয়ার পথে বাঁ দিকে পড়ে। রসূলুল্লাহ স.-এর অবতরণের স্থানে এবং ঐ রাস্তার মাঝে মাত্র এক প্রস্তর নিক্ষেপের ব্যবধান।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. আরও বলেন, রসূলুল্লাহ স. মক্কা আগমনকালে যু-তোয়া নামক স্থানে অবতরণ করে সেখানে রাত যাপন করতেন এবং ভোর হলে সেখানে ফজরের নামায পড়তেন। রসূলুল্লাহ স.-এর নামায পড়ার সেই জায়গাটি একটা বড় টিলার ওপর অবস্থিত। সেটি বর্তমানে নির্মিত মসজিদের মধ্যে নয়; বরং সেটি মসজিদের নিম্নের দিকে অবস্থিত একটি বড় টিলার ওপর।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. নাফে' রা.-কে আরও বলেন, নবী স. ঐ পাহাড়ের প্রবেশ পথের দিকে মুখ করতেন, যেটি তাঁর ও কা'বার দিকে দীর্ঘ পর্বত শ্রেণীর মধ্যে অবস্থিত। তিনি (ইবনে উমর) ঐ স্থানের নির্মিত মসজিদটিকে টিলাটির প্রান্তে মসজিদের বাঁয়ে অবস্থিত বলে নির্দেশ করেছেন। কিন্তু নবী স.-এর নামাযের জায়গা তার নিম্ন দিকের কালো টিলাটির ওপরে অবস্থিত। এটি প্রথম টিলাটি হতে প্রায় দশ হাত পরিমাণ স্থান বাদ দিয়ে। তারপর যে পাহাড়টি তোমার ও কা'বার মাঝখানে পড়বে, তার দু'প্রবেশ দ্বারের দিকে মুখ করে ভূমি নামায পড়বে।

৯০. অনুচ্ছেদ : ইমামের সুতরাহ (আড়) তার পিছনের লোকদের জন্য যথেষ্ট।

৬৭২. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانِ وَأَنَا يُؤَمِّنُنِي قَدْ نَاهَزْتُ الْأَحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيِ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ إِلَّا ثَانٍ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ .

৪৬৩. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার গর্দভীর ওপর সওয়ার হলাম। তখন আমি সাবালক হওয়ার পথে। রসূলুল্লাহ স. দেয়াল ছাড়া

অন্য কিছুর আড়ালে মিনায় লোকদেরকে নামায পড়াচ্ছিলেন। আমি বাহন সহ কাতারের এক অংশের সামনে দিয়ে পার হলাম। তারপর নেমে গর্দভীকে ছেড়ে দিলাম। সে ঘাস খেতে থাকলো, আমি কাতারে शामिल হলাম। কিন্তু কেউ আমাকে এ কাজে নিষেধ করলো না।

৬৬৪. عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتَوَضَّعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ فَمَنْ تَمَّ اتَّخَذَهَا الْأَمْرَاءَ .

৪৬৪. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. ঈদের দিন নামায পড়তে বের হলে আমাদেরকে তাঁর সামনে বহুদূর পুঁতে রাখতে নির্দেশ দিতেন। সেই মোতাবেক তা পুঁতে রাখা হতো। তিনি সেই দিকে মুখ করে নামায পড়তেন এবং লোকেরা তাঁর পিছনে দাঁড়াত। তিনি সফরেও এরূপ করতেন। এ থেকে শাসকগণ এ পস্থা অবলম্বন করেছেন।

৬৬৫. عَنْ أَبِي جَحِيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ الظُّهْرَ رَكَعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكَعَتَيْنِ تَمْرٌ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ .

৪৬৫. আবু জুহাইফা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বাতহা নামক স্থানে তাঁর সামনে বর্শা পুঁতে রেখে লোকদেরকে নামায পড়ান। যোহরের দু রাকআত ও আসরের দু রাকআত (কসরের নামায)। এ সময় তাঁর সামনে দিয়ে নারী ও গর্দভ চলাচল করছিল।

৯১. অনুচ্ছেদ ৪ : নামাযী ও সুতরাহ (আড়) মধ্যে কতটুকু ব্যবধান হওয়া উচিত।

৬৬৬. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ مُصَلِّي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمْرٌ الشَّاةُ .

৪৬৬. সাহল ইবনে সা'দ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স.-এর নামায পড়ার জায়গা ও দেয়ালের মধ্যে একটি ছাগী চলার মতো ব্যবধান থাকত।

৬৬৭. عَنْ سَلَمَةَ قَالَ كَانَ جِدَارُ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْمَنْبَرِ مَا كَادَتْ الشَّاةُ تَجُوزُهَا

৪৬৭. সালামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মসজিদের দেয়াল মিন্বরের কাছেই ছিল এবং উভয়ের মাঝখানে একটি বকরী চলার মতো ব্যবধান ছিল।

৯২. অনুচ্ছেদ ৪ : বহুদূর দিকে মুখ করে নামায পড়া।

৬৬৮. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُرَكِّزُ لَهُ الْحَرْبَةَ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا

৪৬৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-এর সামনে বহুদূর পুঁতে রাখা হতো এবং তিনি তার দিকে মুখ করে নামায পড়তেন।

৯৩. অনুচ্ছেদ ৪ বর্ষার দিকে মুখ করে নামায পড়া।

৬৬৭. عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْهَاجِرَةِ فَأَتَى بَوْضُوءَ فَتَوَضَّأَ فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ يَمْرَأَنَ مِنْ وِرَائِهَا .

৪৬৯. আবু জুহাইফা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. একদিন দুপুরের সময় আমাদের কাছে আসলেন। তাঁর নিকট অযুর পানি পেশ করা হলো। তিনি অযু করে আমাদেরকে যোহর ও আসরের নামায পড়ালেন। তাঁর সামনে বর্ষা পুঁতে রাখা হয়েছিল। আর নারী ও গর্দভ তার অপর দিক দিয়ে চলাচল করছিল।

৬৭০. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ تَبِعْتُهُ أَنَا وَغُلَامٌ وَمَعْنَا عُكَّازَةٌ أَوْ عَصَا أَوْ عَنَزَةٌ وَمَعْنَا إِدَاوَةٌ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ نَاولْنَاهُ الْإِدَاوَةَ .

৪৭০. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হলে আমি ও একটি ছেলে তাঁর অনুসরণ করতাম। আমাদের সাথে হয় ছড়ি না হয় লাঠি অথবা বর্ষা এবং একটি পানির লোটা থাকতো। তিনি প্রয়োজন শেষ করলে আমরা তাঁর নিকট পানির পাত্রটি বাড়িয়ে দিতাম।

৯৪. অনুচ্ছেদ ৪ মক্কা ও অন্যান্য জায়গায় সুতরাহ (আড়)।

৬৭১. عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْهَاجِرَةِ فَصَلَّى بِالْبُطْحَاءِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكَعَتَيْنِ وَنُصِبَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ وَتَوَضَّأَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَمَسَّحُونَ بِوُضُوءِهِ

৪৭১. আবু জুহাইফা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রসূলুল্লাহ স. দুপুরের সময় আমাদের কাছে আসলেন এবং বাতহা নামক স্থানে আমাদেরকে যোহর ও আসরের দু রাকআত (কসরের নামায) করে নামায পড়ালেন। তাঁর সামনে বর্ষা পুঁতে রাখা হয়েছিল। তিনি অযু করলেন এবং লোকেরা তাঁর অযুর পানি নিয়ে নিজেদের শরীর মাসেহ করতে লাগল।

৯৫. অনুচ্ছেদ ৪ স্তম্ভের দিকে মুখ করে নামায পড়া। উমর রা. বলেন, কোনো বাক্যালাপে রত ব্যক্তির পশ্চাতে নামায পড়ার চেয়ে কোনো স্তম্ভের আড়ালে নামায পড়া শ্রেয়। ইবনে উমর রা. একজন লোককে দুটি স্তম্ভের আড়ালে নামায পড়তে দেখে তাকে একটি স্তম্ভের কাছে টেনে এনে বললেন, এর আড়ালে নামায পড়।

৬৭২. عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ فَيُصَلِّي عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ

فَقُلْتُ يَا أَبَا مُسْلِمٍ أَرَأَيْكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ هَذِهِ الْأُسْطُوَانَةِ قَالَ فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا .

৪৭২. সালামা ইবনে আকওয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি মসজিদে নববীর স্তম্ভের নিকট নামায পড়তেন, যেটি মুসহাফের পাশে স্থাপিত ছিল। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আবু মুসলিম! আপনি এ স্তম্ভটির পাশে নামায পড়ার চেষ্টা করেন কেন? তিনি জবাবে বললেন, কেননা আমি নবী স.-কে এর পাশে নামায পড়ার জন্য চেষ্টা করতে দেখেছি।

৪৭৩. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ كِبَارَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ عِنْدَ الْمَغْرِبِ وَزَادَ شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَنَسٍ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ ﷺ .

৪৭৩. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-এর বড় বড় সাহাবীদেরকে দেখেছি, তাঁরা মাগরিবের সময় স্তম্ভের নিকট নামায পড়ার জন্য তাড়াহুড়া করতেন। আনাস রা. থেকে বর্ণিত, আর এক বর্ণনায় একথা অতিরিক্ত পাওয়া যায়—নবী স.-এর বাইরে চলে আসা পর্যন্ত।

৯৬. অনুচ্ছেদ ৪ জামাআত ছাড়া একা স্তম্ভের মাঝখানে নামায পড়া।

৪৭৪. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيْتَ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَبِلَالٌ فَأَطَالَ ثُمَّ خَرَجَ وَكُنْتُ أَوَّلَ النَّاسِ دَخَلَ عَلَى أَثَرِهِ فَسَأَلْتُ بِلَالَ أَيْنَ صَلَّى فَقَالَ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ .

৪৭৪. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. কা'বা গৃহে প্রবেশ করলেন এবং তাঁর সাথে উসামা ইবনে যায়েদ, উসমান ইবনে তালহা ও বেলাল ছিলেন। সেখানে তিনি অনেকক্ষণ অবস্থান করলেন। তারপর বাইরে আসলেন। আমিই প্রথম ব্যক্তি যে তাঁর পশ্চাতে কা'বা গৃহে প্রবেশ করেছিল। আমি বেলালকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কোথায় নামায পড়লেন? তিনি বললেন, সামনের দুটি স্তম্ভের মাঝখানে।

৪৭৫. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ وَمَكَثَ فِيهَا فَسَأَلْتُ بِلَالَ حِينَ خَرَجَ مَا صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَأَاهُ ، وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ ثُمَّ صَلَّى وَقَالَ لَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، فَقَالَ عَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ .

৪৭৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. উসামা ইবনে যায়েদ, বেলাল ও উসমান ইবনে তালহা হাজাবী কা'বা গৃহে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করার পর উসমান দরযাটি বন্ধ করে দিল। আর তিনি (রসূল) সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান

করলেন। তিনি বাইরে আসার পর আমি বেলালকে জিজ্ঞেস করলাম, নবী স. কি করলেন ? বেলাল বললেন, তিনি একটি স্তম্ভ বাঁ দিকে, একটি স্তম্ভ ডান দিকে এবং তিনটি স্তম্ভ পশ্চাতে রেখে নামায পড়লেন। সে সময় কা'বা গৃহে ছয়টি স্তম্ভ ছিল। বর্ণনান্তরে তিনি দুটি স্তম্ভ ডান দিকে রাখলেন।

৯৭. অনুচ্ছেদ :

৪৭৬. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشَى قِبَلَ وَجْهِهِ حِينَ يَدْخُلُ وَجَعَلَ الْبَابَ قِبَلَ ظَهْرِهِ فَمَشَى حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثِ أَذْرُعٍ صَلَّى يَتَوَخَّى الْمَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِهِ بِلَالٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِيهِ ، قَالَ وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ بَأْسٌ أَنْ يُصَلِّيَ فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ .

৪৭৬. আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি কা'বা গৃহে প্রবেশ করলে সোজা চলে যেতেন এবং দরযাটি পশ্চাতে রেখে চলতে থাকতেন। এমনকি তার ও সামনের দেয়ালের মধ্যে মাত্র তিন হাত ব্যবধান থাকতে তিনি নামায পড়া শুরু করতেন। তিনি সেই জায়গায় নামায পড়তে চেষ্টা করতেন, সেখানে বেলালের বর্ণনা অনুযায়ী নবী স. নামায পড়েছিলেন। তিনি বলেন, আমাদের জন্য কা'বা গৃহের যে কোনো প্রান্তে ইচ্ছানুযায়ী নামায পড়তে আপত্তি নেই।

৯৮. অনুচ্ছেদ : উট, উষ্ট্রী, গাছ ও হাওদার ওপর নামায পড়া।

৪৭৭. عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُعْرِضُ رَأْسَهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا قُلْتُ أَفَرَأَيْتَ إِذَا هَبَّتِ الرِّكْبَابُ قَالَ كَانَ يَأْخُذُ الرَّحْلَ فَيُعَدِّلُهُ فَيُصَلِّي إِلَى آخِرَتِهِ أَوْ قَالَ مُؤَخَّرِهِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَفْعَلُهُ .

৪৭৭. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. তাঁর উটকে সামনে আড়াআড়ি করে বসিয়ে তার দিকে মুখ করে নামায পড়তেন। আমি (নাফে) বললাম, উটটি চলা শুরু করলে তিনি কি করতেন, আপনি বলতে পারেন কি ? তিনি (ইবনে উমর) বলেন, নবী স. হাওদাটি নিয়ে সোজা করে রাখতেন এবং তার পিছনের দিকে মুখ করে নামায পড়তেন। ইবনে উমরও এটাই করতেন।

৯৯. অনুচ্ছেদ : চৌকির দিকে মুখ করে নামায পড়ার বর্ণনা।

৪৭৮. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَعَدَلْتُمُونَا بِالْكَلْبِ وَالْجِمَارِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي مُضْطَجِعَةً عَلَى السَّرِيرِ فَيَجِيءُ النَّبِيُّ ﷺ فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيرَ فَيُصَلِّي فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْنَحَهُ فَأَنْسَلُ مِنْ قِبَلِ رِجْلِي السَّرِيرِ حَتَّى أَنْسَلَ مِنْ لِحَافِي .

৪৭৮. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা কি আমাদেরকে কুকুর ও গাধার মতো মনে করেছ? আমি সটান হয়ে চৌকির ওপর শুয়ে থাকতাম। নবী স. আসতেন এবং ঐ চৌকির মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন। আমি সোজা উঠে বসা খারাপ মনে করতাম। তাই খাটের পায়ের দিকে চুপি চুপি সরতে সরতে লেপ থেকে বের হয়ে পড়তাম।

১০০. অনুচ্ছেদ ৪ নামাযীর উচিত যে ব্যক্তি তার সম্মুখ দিয়ে যাবে তাকে বাধা দেয়া। ইবনে উমর রা. একবার কা'বা গৃহে নামাযের মধ্যে যখন তাশাহহুদ পড়ছিলেন, তখন একজন লোককে সামনে হতে ফিরিয়ে দেন এবং বলেন, যদি সে বেজায় মেনে নিতে অস্বীকার করে, তাহলে তিনি লড়তে প্রস্তুত।

৪৭৭. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ يُصَلِّي إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ شَابٌّ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَفَعَ أَبُو سَعِيدٍ فِي صَدْرِهِ فَنَظَرَ الشَّابُّ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاغًا إِلَّا بَيْنَ يَدَيْهِ فَعَادَ لِيَجْتَازَ فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ أَشَدَّ مِنَ الْأَوَّلَى فَقَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ فَقَالَ مَالِكُ وَالْبَنُ أَخِيكَ يَا أَبَا سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيَقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.

৪৭৯. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি কোনো এক জুমআর দিনে কিছু জিনিস সামনে রেখে, তার সাহায্যে নিজেকে মানুষ হতে আড়াল করে নামায পড়ছিলেন। এমন সময় আবু মুআইত গোত্রের এক যুবক তার সামনে দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলো। আবু সাঈদ তার বুকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন। কিন্তু যুবকটি তাঁর সামনে দিয়ে যাওয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ পেল না। কাজেই সে পুনরায় যেতে চাইলো। আবু সাঈদ আগের তুলনায় আরও জোরে তাকে ধাক্কা দিলেন। ফলে সে আবু সাঈদকে অপমানিত করলো। তারপর সে মারওয়ানের কাছে গিয়ে আবু সাঈদের ব্যবহার সম্পর্কে অভিযোগ করলো। আবু সাঈদও তার পিছনে পিছনেই মারওয়ানের নিকট গিয়ে উপস্থিত হলেন। মারওয়ান বললেন, হে আবু সাঈদ! আপনার ও আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের মধ্যে কি হয়েছে? আবু সাঈদ বললেন, আমি নবী স.-কে বলতে শুনেছি, যখন তোমাদের কেউ কোনো জিনিস সামনে রেখে লোকদেরকে তা দিয়ে আড়াল করে নামায পড়ে এবং সেই অবস্থায় কেউ যদি তার সামনে দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, তাহলে সে যেন তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়। তাতে যদি সে না থামে, তাহলে সে যেন তার সাথে লড়ে। কেননা সে নিশ্চয়ই শয়তান।

১০১. অনুচ্ছেদ ৪ নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারীর শাস্ত।

৪৮০. عَنْ أَبِي جُهَيْمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا

عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ أَبُو النَّضْرِ لَا
أَدْرِي أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً.

৪৮০. আবু জুহাইম রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী এটা তার জন্য কত বড় গুনাহর কাজ, যদি জানতো তাহলে তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চাইতে চল্লিশ (বছর) দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম মনে করতো। রাবী আবুন নযর বলেন, (আমার উস্তাদ বুসর) চল্লিশ দিন না চল্লিশ মাস না চল্লিশ বছর বলেছেন, তা আমি জানি না।

১০২. অনুচ্ছেদ : নামায পড়া অবস্থায় এক ব্যক্তির অন্যের দিকে মুখ করার বর্ণনা। নামায পড়া অবস্থায় এক ব্যক্তির অন্যের দিকে মুখ করা উসমান মাকরুহ মনে করেন, এমন অবস্থায় যখন তা তাকে নামায হতে অন্যমনস্ক করে। যদি তা না করে, তাহলে কোনো আপত্তি নেই। যাহুদ ইবনে সাবেত র. বলেন, আমি এ বিষয়ে কোনো ভয় করি না। কেননা কোনো মানুষ কোনো মানুষের নামায নষ্ট করতে পারে না।

٤٨١. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا ذَكَرَتْ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ فَقَالُوا يَقْطَعُهَا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ فَقَالَتْ لَقَدْ جَعَلْتُمُونَا كِلَابًا لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي وَأَتَتْهُ لَبِيئَةٌ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ عَلَى السَّرِيرِ فَتَكُونُ لِيَ الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ فَأَنْسَلُ أَنْسِلًا.

৪৮১. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তাঁর নিকট যেসব বিষয় নামায নষ্ট করে দেয় সেগুলোর আলোচনা করা হলো। লোকেরা বললো, কুকুর, গাধা ও স্ত্রীলোক নামায নষ্ট করে দেয়। তিনি বলেন, তোমরা আমাদেরকে কুকুর বানিয়ে দিলে? আমি রসূলুল্লাহ স.-এর নামায পড়া অবস্থায় তাঁর ও কেবলার মাঝখানে চৌকির ওপর শুয়ে পড়ে থাকতাম এবং আমার কোনো প্রয়োজন হলে তাঁর সামনে দিয়ে যাওয়া খারাপ মনে করতাম বলে, চুপি চুপি বের হয়ে যেতাম।

১০৩. অনুচ্ছেদ : নিদ্রিত ব্যক্তির পিছনে নামায পড়া।

٤٨٢. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَزِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوْتِرَ أَقْظَنِي فَأَوْتَرْتُ.

৪৮২. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. নামায পড়তেন এবং আমি তাঁর বিছানার ওপর আড়াআড়ি শুয়ে ঘুমাতাম। তিনি যখন বিতর পড়তে ইচ্ছা করতেন, তখন আমাকে জাগাতেন। আমি (তাঁর সাথে) বিতর পড়তাম।

১০৪. অনুচ্ছেদ : স্ত্রীলোক সামনে রেখে নফল নামায পড়া।

٤٨٣. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ

﴿وَرَجُلَايَ فِي قَبْلَتِهِ﴾ ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلِي ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا ،
قَالَتْ وَالْيَبُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحٌ .

৪৮৩. নবী স.-এর স্ত্রী আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-এর সামনে ঘুমাতাম। আমার পা দুটি তাঁর কিবলার দিকে থাকতো। তিনি সিজদার সময় আমাকে খোঁচা দিতেন। আমি পা দুটি কুঁকড়ে নিতাম। তিনি যখন দাঁড়াতেন, আমি পা দুটি প্রস্তুত করতাম। তিনি (আয়েশা) বলেন, সে সময় ঘরে বাতি ছিল না।

১০৫. অনুচ্ছেদ : সেই ব্যক্তির দলীল যিনি বলেন, কোনো কিছু নামায নষ্ট করতে পারে না।

٤٨٤. عَنْ عَائِشَةَ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ ،
فَقَالَتْ شَبَّهْتُمُونَا بِالْحُمُرِ وَالْكَلَابِ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَّى
عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً فَتَبَدَّلُوا الْحَاجَةَ فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ
فَأَوْدَى النَّبِيُّ ﷺ فَأَنْسَلَ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ .

৪৮৪. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তাঁর নিকট আলোচনা করা হলো, কুকুর, গাধা ও স্ত্রীলোক নামায নষ্ট করে দেয়। তিনি বললেন, তোমরা আমাদেরকে গাধা ও কুকুরের সাথে তুলনা করলে? আল্লাহর কসম, আমি নবী স.-এর নামায পড়া অবস্থায় তাঁর ও কিবলার সামনে আড় হয়ে শুয়ে থাকতাম। আর আমার কোনো প্রয়োজন দেখা দিলে, আমি চুপিচুপি তাঁর পা দুটির পাশ দিয়ে সরে পড়তাম। কেননা আমি তাঁর সামনে বসা অপছন্দ করতাম। পাছে তাঁর কষ্ট হয়।

٤٨٥. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُومُ فَيُصَلِّي
مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَّى لَمُعْتَرِضَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ .

৪৮৫. নবী স.-এর স্ত্রী আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. রাতে দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন এবং আমি তাঁর বিছানায় তাঁর ও কিবলার মাঝখানে আড়াআড়ি শুয়ে থাকতাম।

১০৬. অনুচ্ছেদ : নামাযের মধ্যে ছোট মেয়েকে ঘাড়ে তোলা।

٤٨٦. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ
أُمَامَةً بِنْتُ زَيْنَبَ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلِأَبِي الْعَاصِ بْنِ رَيْغَةَ بْنِ عَبْدِ
شَمْسٍ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا .

৪৮৬. আবু কাতাদা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. তাঁর কন্যা যয়নবের গর্ভজাত ও আবুল আস ইবনে রাবিয়ার ঔরসজাত উমামাকে কাঁধে নিয়ে নামায পড়তেন। সিজদার সময় তাকে নামিয়ে রাখতেন এবং যখন দাঁড়াতেন কাঁধে তুলে নিতেন।

১০৭. অনুচ্ছেদ : এমন বিছানার দিকে মুখ করে নামায পড়া যার ওপর ঋতুমতী নারী তয়ে আছে।

৪৮৭. عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ كَانَ فِرَاشِي حِيَالَ مُصَلَّى النَّبِيِّ ﷺ قَرِيبًا وَقَعَ ثَوْبُهُ عَلَيَّ وَأَنَا عَلَى فِرَاشِي.

৪৮৭. মায়মুনা বিনতে হারেস-রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বিছানা নবী স.-এর মুসাল্লা বরাবর হতো। অনেক সময় তাঁর কাপড় আমার ওপর পড়তো। অথচ আমি বিছানায় অবস্থান করতাম।

৪৮৮. عَنْ مَيْمُونَةَ تَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا عَلَى جَنْبِهِ نَائِمَةٌ فَإِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي ثَوْبُهُ وَأَنَا حَائِضٌ.

৪৮৮. মায়মুনা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. নামায পড়তেন। অথচ আমি তাঁর পাশে (বরাবর) ঘুমিয়ে থাকতাম। তিনি যখন সিজদা করতেন, তাঁর কাপড় আমার শরীর স্পর্শ করতো। আমি সে সময় ঋতুমতী ছিলাম।

১০৮. অনুচ্ছেদ : সিজদার সময় সিজদা করার উদ্দেশ্যে স্ত্রীকে খোঁচা দেয়া জায়েয কিনা?

৪৮৯. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ بِسْمَا عَدَلْتُمُونَا بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلِي فَقَبَضْتُهَا.

৪৮৯. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা আমাদেরকে কুকুর ও গাধার পর্যায়ে মনে করে খুব অন্যায় করেছে। আমি রসূলুল্লাহ স.-কে নামায পড়া অবস্থায় দেখেছি। অথচ আমি তাঁর ও কিবলার মাঝখানে আড়াআড়ি তয়ে থাকতাম। তিনি সিজদার সময় আমার পায়ে খোঁচা দিতেন এবং আমি তা গুটিয়ে নিতাম।

১০৯. অনুচ্ছেদ : নামাযীর শরীর হতে একজন নারীর অপবিত্রতা পরিকার করা।

৪৯০. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ يُصَلِّي عِنْدَ الْكُعْبَةِ وَجَمَعَ مِنْ قُرَيْشٍ فِي مَجَالِسِهِمْ إِذْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ أَلَا تَنْظُرُونَ إِلَى هَذَا الْمُرَأِي أَيْكُم يَقُومُ إِلَى جَزُورِ آلِ فُلَانٍ فَيَعْمِدُ إِلَى فَرْثِهَا وَدِمَاحِهَا وَسَلَاةٍ فَيَجِيئُ بِهِ ثُمَّ يُمِيلُهُ حَتَّى إِذَا سَجَدَ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ فَاَنْبَعَثَ أَشْقَاهُمْ فَلَمَّا سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَثَبَتَ النَّبِيُّ ﷺ سَاجِدًا فَضَحِكُوا حَتَّى مَالَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ مِنَ الضُّحِكِ فَاَنْطَلَقَ مُنْطَلِقٌ إِلَى فَاطِمَةَ، وَهِيَ جُوَيْرِيَّةٌ فَاقْبَلَتْ تَسْعَى وَثَبَتَ النَّبِيُّ ﷺ سَاجِدًا حَتَّى أَلْقَتْهُ عَنْهُ وَاقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَسْبِيَهُمْ فَلَمَّا قَضَى

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّلَاةَ قَالَ : اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ،
 اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ، ثُمَّ سَمَى اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِعَمْرِ بْنِ هِشَامٍ وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ
 وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدَ بْنَ عُتْبَةَ وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلْفٍ وَعُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ وَعُمَارَةَ
 بْنَ الْوَلِيدِ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ﷺ فَوَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرَغَى يَوْمَ بَدْرٍ ثُمَّ سَحَبُوا
 إِلَى الْقَلْبِ قَلْبِ بَدْرٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَتَّبِعَ أَصْحَابُ الْقَلْبِ لَعْنَةً

৪৯০. আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. একবার কা'বা গৃহের নিকট দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন। সে সময় কুরাইশদের দলবল তাদের মজলিসে উপস্থিত ছিল। এমন সময় তাদের একজন বললো, তোমরা কি এ ভণ্ডকে দেখছ না? তোমাদের মধ্যে কে অমুক গোত্রের উট যবাই করার স্থানে গিয়ে তার গোবর, রক্ত, জরায়ু আনতে পারে এবং সুযোগ মতো সিজদায় যাওয়ার সময় সেগুলো তাঁর দু কাঁধের মাঝখানে রাখতে পারে? একথা শুনে তাদের মধ্যকার চরম পাষণ্ড ব্যক্তিটি (উকবা) উঠে গেল। (এবং তা নিয়ে আসলো)। রসূলুল্লাহ স. যখন সিজদায় গেলেন, তখন সে তাঁর দু কাঁধের মাঝখানে সেগুলো রেখে দিল। এ কারণে নবী স. সিজদায় রয়ে গেলেন। তারা হাসতে লাগল। এমনকি হাসতে হাসতে একে অপরের ওপর গিয়ে পড়তে লাগল। এ অবস্থা দেখে একজন পথচারী ফাতেমার কাছে গেল। তিনি তখন অপ্রাপ্ত বয়স্কা ছিলেন। তিনি দৌঁড়াতে দৌঁড়াতে চলে আসলেন। তখনও নবী স. সিজদায় অবনত অবস্থায় ছিলেন। তিনি সেগুলো তাঁর ওপর হতে ফেলে দিলেন এবং তাদেরকে গাল-মন্দ করতে থাকলেন। রসূলুল্লাহ স. নামায শেষ করে তিনবার বললেন, “হে আল্লাহ, তুমি কুরাইশদেরকে পাকড়াও কর।” তারপর তিনি নাম ধরে বললেন, “হে আল্লাহ, তুমি আমার ইবনে হিশাম, উতবা ইবনে রাবিয়া, শাইবা ইবনে রাবিয়া, অলীদ ইবনে উতবা, উমাইয়া ইবনে খাল্ফ, উকবা ইবনে আবু মুআইত এবং উমারাহ ইবনে অলীদকে পাকড়াও কর।” আবদুল্লাহ বলেন, আল্লাহর কসম, আমি তাদের সবাইকে বদরের দিন লাক্ষিত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেছি। তারপর তাদেরকে টেনে-হিঁচড়ে বদরের অন্ধকার কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করা হলো। অতপর রসূলুল্লাহ স. বললেন, এ কূপবাসীদের ওপর চিরকালের জন্য অভিশাপ।

